শিয়া পরিচিতি ও আমিরে মুয়াবিয়া (রাঃ)

আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী

শিয়া পরিচিতি ও আমিরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ)

লেখক :
আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী

সার্বিক সহযোগিতায় :
"আস সিদ্দিক"
অস্থায়ী কার্যালয় : নাজিরহাট পুরাতন ব্রীজের পূর্ব পার্শ্বে,
নাজিরহাট পৌরসভা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল :
০১ মহর্‌রম ১৪৪১ হিজরী

হাদিয়াঃ ৫০ টাকা মাত্র

কম্পোজ :
মুহাম্মদ আবদুল কাদের
০১৮১৫ ৩৪৮৯৩৪

মুদ্রণে :
তৈয়্যবীয়া এন্টারপ্রাইজ
স্কুল গেইট, কাটিরহাট
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
০১৮১৭ ২২৪৩৪৯
আজব খাতুন কমপ্লেক্স
নাজিরহাট বাজার
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়:
রাবেত্বায়ে উলামায়ে আহলে সুন্নাত বাংলাদেশ
অস্থায়ী কার্যালয় : সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা রোড়, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

লেখকের কিছু কথা

আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যিনার কৃপায় অধম সক্ষম হয়েছি এমন একটি বিষয়ে কলম ধরার, যেটা বর্তমানে সুন্নি অঙ্গনে খুব বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সুন্নি সমাজ নিজেদের অন্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি খুব বেশি ভালবাসা রাখেন। উনাদের জন্য জান মাল উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না। এই ভালবাসকে পুঁজি করে কিছু ইসলামের দুশমন, নবীজির আহলে বাইতের মুহব্বত দেখিয়ে সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। যাদেরকে আমরা শিয়া বলে জানি। তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে চেনার কোন অবকাশ নেই। এদেরকে চেনার জন্য খুব ভিতরে ঢুকে যেতে হয়। তারা প্রকাশ্যভাবে আউলাদে নবীর প্রেমিক হলেও মূলত উনাদের শত্রু। যেমন : কুফাবাসী, তারা ইমাম হুসাইন (রাদ্বিঃ) এর প্রেমিক সেজে শত শত চিঠি প্রেরণ করে কুফায় দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়ে ইমাম আলী মকামের বিরূদ্ধে তরবারী, তীর নিয়েছিল দুনিয়া অর্জনের জন্য। বর্তমানেও অনেক সুন্নী (নামধারী) সেই দুনিয়ার জন্য তাদের মূলধন ঈমানকে বিক্রি করে দিচ্ছে। শিয়াদের মূল ঘাটি হল- ইরান। সেই ইরান থেকে বিভিন্ন সুন্নি অঙ্গনে কোটি কোটি টাকা পাঠানো হচ্ছে, শুধু তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। এই কাজটা যদিও বা বহু বছর ধরে করে আসছে কিন্তু আমরা কয়েক বছর যাবৎ এটা প্রকাশ্যভাবে দেখতে পারছি। কিছু সুন্নী লোভী আলেম তাদের প্রতারণা বুঝার পরেও তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে আমাদের নিরবতা পালন করার কোন সুযোগ নেই। আমরা এদেরকে কিভাবে চিনব? তারাও তো সুন্নি সেজে আমাদের কাছে আসে। তাই আবশ্যক মনে করলাম "শিয়া পরিচিতি ও আমিরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ)" নামক পুস্তক উপহার দিয়ে সরলমনা সুন্নী জনতাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উপর মজবুত রাখা। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নিয়তে মজবুত থেকে সমস্ত বাতিল থেকে বেচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন! বেহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরছালন।

পরিশেষে অধমের আরজি, এই পুস্তকটি তৈরী করার ক্ষেত্রে অনেক ধরণের ভুলত্রুটি হতে পারে। যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয় অধমকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে ভুল ঠিক করার সুযোগ পাব এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব।

আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী
আরবী প্রভাষক, কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা
খতিব, হযরত কালু শাহ্ (রহ.) জামে মসজিদ, সলিমপুর, সীতাকুন্ড।
মোবাইল ঃ ০১৮১৫ ৯১৮৮৮২

উৎসর্গ

আওলাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বানিয়ে জশ্নে
জুলুছ, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা

হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্

(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এর চরণে।

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	০৫
১। হাদীসে গদীরে খুম	০৭
২। শিয়া পরিচিতি	০৮
৩। শিয়াদের ফেরকা ও তাদের আক্বিদা	১১
৪। কোরআন করিমের আয়াতের অর্থগত পরিবর্তন	২২
৫। শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি জগন্য অপবাদ : বাগে ফদক	২৭
৬। হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ), হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদ্বিঃ) উপর রাজি ছিলেন	২৯
৭। নবীগন আউলাদদেরকে ওয়ারিশ বানাই না	৩১
৮। হাদিসে কিরতাস ও তার সমাধান	৩৪
৯। রাফেজী বা শিয়াদের আরো কিছু আক্বিদা	৩৯
১০। সংক্ষেপে শানে সাহাবা	৪০
১১। আমীরে মুয়াবিয়া সাহাবী ছিলেন কি?	৪২
১২। হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ)'র জন্য নবীজি (ﷺ)'র দোয়া	৪৩
১৩। আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) কাতেবে ওহিদের মধ্যে অন্যতম	৪৪
১৪। হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) রাসুল (ﷺ) এর গোপন তথ্যের মালিক ছিলেন	৪৫
১৫। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) আল্লাহ ও রাসুল (ﷺ) এর প্রিয় ছিলেন	৪৫
১৬। রাজত্বের ব্যাপারে রাসুল (ﷺ) এর শুভ সংবাদ	৪৬
১৭। হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) এর অভিমত	৪৭
১৮। হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর অভিমত	৪৭
১৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) অভিমত	৪৯
২০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বিঃ) অভিমত	৪৯
২১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের অভিমত	৫০
২২। হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) পক্ষে হিংস্র প্রাণীর স্বাক্ষী	৫০
২৩। হযরত মুয়াবিয়া থেকে বর্ণিত হাদিস	৫১
২৪। গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীসের ব্যাখ্যা	৫১
২৫। ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) এর সাথে সন্ধি	৫২
২৬। হযরতে আমীরে মুয়াবিয়া জান্নাতী	৫৩
২৭। হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর দানশীলতা	৫৪
২৮। হযরত আলী (রাদ্বিঃ)'র শাহাদাতের খবর শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর অবস্থা	৫৫
২৯। হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর অসিয়ত	৫৬
৩০। বুজুর্গানে দ্বীনের অভিমত	৫৭
৩১। ইমামে আজমের ইরশাদ	৫৭
৩২। গাউসে আজম (রাদ্বিঃ) এর ইরশাদ	৫৭
৩৩। হযরত দাতা গঞ্জ বখশ্ (রহঃ)'র অভিমত	৫৯
৩৪। ইমামে রাব্বানীর অভিমত	৬০
৩৫। আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমির বর্ণনা	৬১
৩৬। খারেজীদের ষড়যন্ত্র	৬১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা ঃ

অগণিত সুজুদ মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, অসংখ্য দরুদ সালাম তার প্রিয় হাবিব (ﷺ), তাঁর সাহাবীগন ও আওলাদগণের জন্য।

প্রিয় ভাই-বোনেরা! আমরা জানি, আল্লাহ তায়ালার কাছে মনোনিত ধর্ম হলো ইসলাম।

তিনি বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَام۔(ال عمران۔١٩)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর কাছে মনোনিত ধর্ম হল ইসলাম। (আলে ইমরান-১৯)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِى الاٰخِرَةِ مِنَ الخٰسِرِيْنَ۔ (ال عمران۔٨٥)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতিত অন্য ধর্ম গ্রহণ করে বা অনুস্বরণ করে তার পক্ষ থেকে কোন আমল গ্রহণ করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (আলে ইমরান-৮৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ۔ (زمر۔٢٢)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যার বক্ষকে ইসলামের প্রতি প্রসস্ত করে দিয়েছে, তিনি তার প্রভুর পক্ষ থেকে আলোর মধ্যে রয়েছে। (যুমার-২২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ۔ (انعام۔١٢٥)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দিতে চান তার বক্ষকে ইসলামের দিকে প্রসস্ত করে দেন। (আনআম-১২৫)

ইসলাম ধর্মের মূল রাস্তাকে রাব্বুল আলামীন **"সিরাতে মুস্তাকিম"** নামে আখ্যায়িত করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে-

هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا۔ (انعام۔١٢٦)

অন্য আয়াতে রয়েছে- এটা আপনার প্রভুর সোজা রাস্তা।

اِنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ (انعام۔۱۵۳)

অর্থাৎ নিশ্চয় এটা আমার সোজা রাস্তা। এই রাস্তার অনুস্বরণ কর। সিরাতে মুস্তাকিম ছাড়া অন্য রাস্তা বা অন্য ধর্ম অনুস্বরণ কর না। (আনআম-১৫৩)

ইসলাম ধর্মের মূল রাস্তাই সিরাতে মুস্তাকিম। তাই সুরা ফাতেহায় আমাদের তালিম দিয়েছেন আমরা যাতে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে এই "সিরাতে মুস্তাকিম" এ অঠল থাকতে পারি। সিরাতে মুস্তাকিম কিভাবে চেনা যাবে তিনি তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ۔

অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকিম হল ঐ বান্দাদের অনুস্বরণের পথ, যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা বিশেষ নিয়ামত দিয়েছেন।

বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দা কারা? তার উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیّٖنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِیْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِیْمًا۔ (نساء۔٦٩)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (ﷺ) এর আনুগত্য স্বীকার করবে, তারা ঐ সমস্ত বান্দাদের সাথে থাকতে পারবে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ নিয়ামত দিয়েছেন। ওনারা হলেন- নবীগন, ছিদ্দিকগন, শহীদগন, নেক বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কিরামগন। ইনাদের সাথে বন্ধুত্ব কতই না সুন্দর বন্ধুত্ব। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানই যথেষ্ঠ। (সূরা নিসা-৬৯)

উল্লেখিত বর্ণনায় বুঝা গেল, ইসলামের মূল পথের নাম 'সিরাতে মুস্তাকিম' যেটা আল্লাহ তালায়ার নেক বান্দাগনের পরিচালিত রাস্তা। সিরাতে মুস্তাকিমের অপর নাম "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" আর এই দল ছাড়া ইসলাম ধর্মে যত দল রয়েছে সব পথভ্রষ্ট, জাহান্নমী দল।

বিদায় হজ্বের ভাষণে নবী করিম (ﷺ) সাহাবীগনকে সম্বোধন করে বলেন-

تَرَكْتُ فِیْكُمْ اَمْرَیْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ۔ موطا لامام المالك۔ (مشكوة۔٣١)

অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি মজবুত জিনিস রেখে যাচ্ছি। ঐ দুটিকে ধরতে পারলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন শরীফ অন্যটি সুন্নাতে রাসুলিল্লাহ (ﷺ)।

(মুয়াত্তা লিইমাম মালেক, মিশকাত-৩১পৃষ্ঠা)

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে হুজুর (ﷺ) এর পবিত্র বাণী।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرْفَةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنْ اَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِى اَهْلَ بَيْتِىْ۔ (ترميزى-٣٧٨٦, مشكوة ص-٥٦٩, طبرانى فى المعجم الاوسط ٤٧٥٧)

অর্থাৎ হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাদ্বিঃ) বলেন, আমি রাসুল (ﷺ) কে দেখলাম তার হজ্ব পালনে আরাফাতের দিনে কসওয়া নামক উটে বসে খুৎবা দিচ্ছিলেন। অতপর আমি শুনলাম তিনি বলেন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি তোমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটা কিতাবুল্লাহ তথা কোরআন মাজিদ অন্যটা ইতরত বা আমার আহলে বায়ত।

(তিরমিযি-৩৭৮৬, তাবরানী ফিল মু'জিম আল আওসাত-৪৭৪৭, মিশকাত- ৫৬৯ পৃষ্ঠা)

হাদীসে গদীরে খুমঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعٰى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَاْتِيَنِىْ رَسُوْلُ رَبِّىْ فَاُجِيْبُ وَاَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ۔ اَوَّلُهَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسَكُوْا بِهِ فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاَهْلُ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ (٣)۔ (مسلم-٢٤٠٨, احمد- ١٩٢٦٥, بيهقى فى السنن الكبرىٰ ٢٦٧٩, صحيح ابن حبان-١٢٣, صحيح ابن خزيمة-٨٨)

অর্থাৎ হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাদ্বিঃ) বলেন, রাসুল (ﷺ) বক্তা হিসেবে দাঁড়ালেন এমন কুপের পাড়ে যার নাম "খুম" যেটা মক্কা ও মদিনার মধ্যখানে। অতপর রাসুল (ﷺ) আল্লাহ তায়ালার তারিফ ও প্রশংসা করলেন এবং ওয়াজ-নসিহত করলেন। অতপর বলেন সাবধান! হে মানব জাতি আমিও মানুষ। আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ফেরেশতা আসবেন আমার রুহ কবজ

করার জন্য। আমি তোমাদের থেকে পর্দা করব আর তোমাদের মাঝে দুটি মজবুত জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটা হলো কিতাবুল্লাহ বা কোরআন মজিদ যার মধ্যে রয়েছে হেদায়ত ও আলো। তোমরা এই কিতাবুল্লাহ কে মজবুতভাবে আখড়ে ধর। কিতাবুল্লাহের ব্যাপারে আরো উৎসাহিত করলেন। দ্বিতীয়টি হলো- আমার আহলে বায়ত। আমি তোমাদের কে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে বার বার স্বরণ করে দিচ্ছি। (মুসলিম-২৪০৮, আহমদ-১৯২৬৫, বায়হাকী সুনান কুবরা-২৬৭৯, ছহিহ ইবনে হিব্বান-১২৩, ছহিহ খুযাইমা-৮৮)

উল্লেখিত বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমাদের হেদায়তের জন্য রাসুল (ﷺ) মজবুত যে জিনিস গুলো রেখে গেছেন তা প্রথমত: কোরআন মজিদ আর দ্বিতীয়ত: রাসুল (ﷺ) এর সুন্নাহ এবং তৃতীয়ত: রাসুল (ﷺ) এর আহলে বায়ত।

শিয়া পরিচিতি

উল্লেখিত তিনটি বিষয় ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় রয়ে গেছে। তাহলো রাসূলে পাক (ﷺ) এর সাহাবীদের অনুস্বরণ। এই বিষয়ের মাধ্যমে আমরা শিয়া সম্প্রদায়কে স্পষ্টভাবে চিনতে পারি।

এই ব্যাপারে রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ۔ (ترمذى۔٢٥٦٥, مستدرك للحاكم۔٤٠٨, ابو داود۔٤٥٩٨)

অর্থাৎ নিশ্চয় বনি ইসরাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। সবদল জাহান্নামে যাবে, শুধু একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে। সাহাবীগন জিজ্ঞাস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) ঐ ফিরকা কোনটি, যারা জান্নাতে যাবে? রাসুল (ﷺ) বলেন, যে দলে আমি ও আমার সাহাবীদের অনুস্বরণ থাকবে।

(তিরমিযি-২৫৬৫, মাসতদরক লিল হাকিম-৪০৮, আবু দাউদ-৪৫৯৮)

এই হাদিসে রাসুল (ﷺ) এর সাথে সাহবায়ে কেরামকে ও হেদায়তের জন্য অনুস্বরণীয় হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আরেকটি হাদিস শরীফ নিম্নে পেশ করা হলো:

عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَبِّىْ عَنْ اِخْتِلَافِ اَصْحَابِىْ مِنْ بَعْدِىْ فَاَوْحٰى اِلَىَّ يَامُحَمَّدُ اِنَّ اَصْحَابَكَ عِنْدِىْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِىْ السَّمَاءِ بَعْضُهَا اَقْوٰى مِنْ بَعْضٍ وَلِكُلٍّ نُوْرٌ فَمَنْ اَخَذَ بِشَئٍّ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلَا فِهِمْ فَهُوَ عِنْدِىْ عَلٰى هُدًى قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ (مشكوة۔٥٥٤, رزين)

অর্থাৎ হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদ্বিঃ) বলেন, আমি রাসুল (ﷺ) থেকে শুনেছি, রাসুল (ﷺ) বলেন, আমি আমার রবের কাছে আমার ইন্তেকালের পর আমার সাহাবীদের মতানৈকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। অতপর আমার রব আমার কাছে ওহি নাযিল করে সমাধান দিলেন। হে আমার মাহবুব নিশ্চয় আপনার সাহাবীগন আমি আল্লাহর কাছে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়। একটি অন্যটির চেয়ে আলোকিত। প্রত্যেক নক্ষত্রের আলো রয়েছে, ঠিক আপনার সাহাবীগন ও হিদায়তের মাধ্যম প্রত্যেক সাহাবীর কাছে আলো রয়েছে, একটা অন্যটার চেয়ে আলো বেশি। যারাই উনাদের আলো গ্রহণ করবে তারাই হিদায়ত পেয়ে যাবে। অতপর রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমরা সাহাবীগন আকাশের নক্ষেত্রের মত, যে কোন একজন সাহাবীর অনুসরণ করলে জান্নাতের রাস্তা পেয়ে যাবে। (রযীন, মিশকাত-৫৫৪পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীসে পাকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সাহাবীগনও হেদায়তের মাপকাটি। এবার পেলাম হেদায়তের জন্য অনুস্বরণীয় যথাক্রমে- কোরআন, সুন্নাহ, আহলে বায়ত ও সাহাবীগন।

এই চারটির একটি অমান্য করলে নিশ্চয় হিদায়তের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত চারটিরই অনুস্বরণ করে। একটি ও অমান্য করে না। কিন্তু কিছু আছে, আহলে কুরআন। তারা কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করে। আরেকটি রয়েছে, আহলে হাদীস, তারা সাহাবী ও আহলে বায়তের অনুস্বরণকে শিরিক বলে। আরেকটি রয়েছে খারেজী, তারা কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীকে মানে কিন্তু নবীজির আহলে বায়তের প্রতি দুশমনি রাখে। আরেকটি হল শিয়া সম্প্রদায়। তারা কোরআন সুন্নাহকে যথাযথভাবে মানেও না, নবীজির আহলে বায়তের প্রেমিক সেজে, নবীজির সাহাবীগনকে কাফের বলে। নাউযুবিল্লাহ! জগন্য মতবাদ শিয়া

মতবাদ। সুন্নী সেজে অনেক শিয়া সুন্নী অঙ্গনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তাই সেই শিয়া সম্প্রাদায়ের যথাযথ পরিচয় আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে শিয়াদের পরিচিতি পেশ করা হলো:

শিয়া সম্প্রদায় হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর প্রেমিক সেজে সীমা লঙ্ঘন করেছে। এ ব্যাপারে নবী করিম (ﷺ) হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কে ভবিষৎ বাণী করে ছিলেন-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْكَ مَثَلٌ مِنْ عِيْسٰى اَبْغَضَتْهُ الْيَهُوْدُ حَتّٰى يَهْتَمُّوْا اُمَّهُ وَاَحَبَّتْهُ النَّصَارٰى حَتّٰى اَنْزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِى لَيْسَتْ لَهُ ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِىَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِىْ بِمَا لَيْسَ فِىَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَانِىْ عَلٰى اَنْ يَّبْهَتَنِىْ۔ (احمد۔ خصائص علی للنسائی رقم۔۱۰۳, مشکوۃ۔٥٦٥)

অর্থাৎ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত- রাসুল (ﷺ) বলেন, হে আলী তোমার মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) এর সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। উনাকে ইহুদীরা সহ্য করতে পারত না। এমন কি উনার আম্মাকে অপবাদ দিয়েছিল। আর উনাকে নাসারারা অতি মহব্বত করতে গিয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল, যেটা উনার জন্য প্রযোজ্য নয়। (উনাকে আল্লাহর ছেলে বলে দিয়েছে)

হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বলেন, আমাকে কেন্দ্র করে দু'ধরণের মানুষ ধ্বংস হবে। প্রথমতঃ আমার এমন প্রশংসা করবে, যেটা আমার জন্য প্রযোজ্য নয়। আমাকে মহব্বত করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করবে। অন্যদল আমার প্রতি এমন বিদ্বেষ পোষণ করবে আমার শানে আঘাত এনে আমার মর্যাদা থেকে নিম্নে নিয়ে আসতে চাইবে। (আহমদ, খছায়েছে আলী লিন্নসায়ী-১০৩, মিশকাত-৫৬৫পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, একদল হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কে বেশি মহব্বত করতে গিয়ে সীমা পার করে দেবে, তারা হল শিয়া সম্প্রদায়। অন্যদল উনার প্রতি বিদ্বেষ পোষন করবে, তারা হল খারেজি সম্প্রদায়।

শিয়ারা বলে, রাসুল (ﷺ) এরপর ইমামতের হক্বদার হযরত আলী যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

তারা আরো বলে, হযরত আবু বক্কর ও হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর উপর জুলুম করেছে।

তারা বলে ইমামত বা রাসুল (ﷺ) এর পর নেতৃত্ব হযরত আলী ও তাঁর আওলাদের মধ্যেই থাকবে। ইমামত উনাদের থেকে কখনো যাবে না। চলে গেলেই দু'কারণে যাবে।

১। উনাদের উপর জুলুম করে।

২। হযরত আলী বা উনার আওলাদ অন্য ইমামের অনুস্বরণ করার মাধ্যমে ইমামত চলে যাবে।

শিয়াদের মধ্যে মোট ফেরকা হলো বাইশ। তারা এক ফেরকা অন্য ফেরকাকে প্রকাশ্য কাফির ফতোয়া দেয়। মূল ফেরকা হল: তিনটি

১। গিল্লাহ/গুল্লাহ

২। যায়দিয়া

৩। ইমামিয়া

গিল্লাহ/গুল্লাহ থেকে আটার ফেরকা বের হয়েছে।

(১) সাবাইয়া: এটার প্রতিষ্ঠাতা, আব্দল্লাহ বিন সবা। সে একজন ইহুদী ছিল। প্রকাশ্যভাবে যদিও বা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, মূলত সে ইহুদীই ছিল। সেই প্রথম হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর ইমামত কে ওয়াজিব বলেছিল।

সে আরো বলে, হযরত আলী (রাদ্বিঃ) মা'বুদ ছিলেন। উনার না মৃত্যু হয়েছে, না উনাকে হত্যা করা হয়েছে? ইবনে মুলজম মূলত একজন শয়তানকে হত্যা করেছিল। হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কে নয়। ঐ শয়তান হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর সূরত ধারণ করেছিল। হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর মৃত্যু হয়নি বরং উনি মেঘের মধ্যেই রয়েছেন। যখন বিজলি চমকে এবং গর্জন হয় তখন তারা মেঘের দিকে তাকিয়ে বলে-عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا اَمِيْرُ তাদের বিশ্বাস মেঘের গর্জন মূলত হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর আওয়াজ। তাই তারা উনাকে আলাইকাস সালাম ইয়া আমীর বলে সালাম দেয়।

(২) কামেলিয়া: এই ফেরকাটি আবু কামেলের দিকে সম্পর্কিত। আবু কামিলের বিশ্বাসগুলো যথাক্রমে নিম্নরূপ-

ক) হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর হাতে বাইয়াত না করায় সকল সাহাবী কাফের।

খ) হযরত আলী উনার পাপ্য বা হক্ব তালাশ না করায় উনিও কাফের।

গ) মানুষ মারা গেলে তাদের রুহ অন্য প্রাণীর সুরতে আবার পৃথিবীতে আসবে।

ঘ) ইমামত একটি নূর যা একজন থেকে অন্য জনের কাছে রুপান্তরিত হয়।

ঙ) কখনো কখনো কারো কাছে এই নূরটি নবুয়তের মত হয়ে যায়। আবার অন্যের কাছে ইমামতে ফিরে আসে।

(৩) বিনানিয়া বা বায়ানিয়াঃ এই দলটি বনান বিন সমআন বা বায়ান বিন সমআন তামিমের দিকে সর্ম্পকিত। তার আক্বিদা বিশ্বাস নিম্নরূপঃ

ক) আল্লাহ তায়ালা মানব আকৃতিতে আছেন।

খ) আল্লাহর সমস্ত শরীর ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু চেহেরা নষ্ট হবে না। যেমনঃ কোরআন শরীফে রয়েছে-

كُلُّ شَئٍّ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ۔ (القصص۔٨٨)

গ) আল্লাহর রুহ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর কাছে ঢুকে গিয়েছে। পরবর্তীতে উনার ছেলে মুহম্মদ বিন হানফিয়্যার ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর উনার ছেলে আবু হাসেমের ভিতর হয়ে বানানের ভিতরে ঢুকে যায়।

(৪) মুগীরিয়াঃ এটা মুগীরা বিন সাঈদ আজলী দিকে সর্ম্পকিত। তার আক্বিদা বিশ্বাস নিম্নে পেশ করা হলঃ

ক) আল্লাহর নূর একজন মানুষের আকৃতিতে শরীরের ভিতরে রয়েছে। তার মাথায় নূরের একটি তারা রয়েছে।

খ) যখন আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি বানাবার ইচ্ছা করলেন, তখন ইসমে আজমের উচ্চারণ করলেন, ঐ ইসমে আজম উনার মাথায় একটা নূরানী তাজ পরিণত হয়। অতপর আল্লাহ নিজ হাতে বান্দার আমল লিখলেন, যখন গুনাহর আমল লিখলেন রাগান্বিত অবস্থায় উনার থেকে ঘাম বের হয়। ঐ ঘাম থেকে দুটি সমুদ্র সৃষ্টি হয় একটি লবণাক্ত এবং অন্ধকার অন্যটি মিষ্টি ও আলোকিত। অতপর আল্লাহ তায়ালা আলোকিত সমুদ্রের দিকে তাকালে সেখানে আল্লাহর প্রতিছব্বি দেখা যায়। সেই প্রতিছব্বি নূরের কিছু ঝিলিক থেকে সূর্য এবং চন্দ্রের সৃষ্টি হয়। অতপর অন্য নূরের ঝিলিককে ধ্বংস করে দিলেন এবং বলেন অন্য কাউকে আমার ইবাদতের শরীক করা যাবে না। শুধু চন্দ্র ও সূর্যের ইবাদত করা যাবে। সেই দুটি সমুদ্র থেকে মাখলুক সৃষ্টি করেন। অন্ধকার সমুদ্র থেকে কাফের ও আলোকিত সমুদ্র থেকে মুমিন সৃষ্টি করা হল।

গ) যখন আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিন ও পাহাড়ে আমানত রাখতে চাইলেন সবাই অস্বীকার করলেন, সেই আমানত গ্রহণ করতে। অতপর সেই আমানতকে গ্রহণ করলেন একজন মানুষ। সেই মানুষটি হল হযরত আলী (রাদ্বি:)।

ঘ) আল্লাহ তায়ালার বাণী-

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اُكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرِئٌ مِنْكَ۔ (حشر-١٦)

অর্থাৎ কাজটি শয়তানের মতো, সে মানুষকে বলে কুফর কর। আর যখন কুফর করে, তখন বলে আমি তোমার থেকে অনেক দূরে। আমি তোমার জিম্মা নিতে পারব না। (সূরা হাশর-১৬)

এ আয়াতটি হযরত আবু বক্কর ও হযরত ওমর (রাদ্বি:) এর শানে নাজিল হয়েছে। উনাদেরকে শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ঙ) হাদীসে পাকে যে ইমামে মন্তযার তথা ইমাম মাহদির কথা বলা হয়েছে। সেই ইমাম নাকি যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী। উনি নাকি এখনো জীবিত হাজেয নামক পাহাড়ে রয়েছেন। যখন বের হওয়ার আদেশ হবে তখন বের হবে।

(৫) জানাহিয়্যা: এই ফেরকাটি আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর যুলজানা হাইনের দিকে সম্পর্কিত এবং উনার অনুসারী, তার আক্বিদা বিশ্বাস:

ক) রুহ বের হবে না কোন মানুষ থেকে বের হলে অন্য প্রাণীতে চলে যায়।

খ) আল্লাহর রুহ প্রথমত হযরত আদম (আ:) এর কাছে আসে, পরবর্তীতে শীষ (আ:) এর কাছে আসে, পরবর্তীতে অন্যান্য নবীদের মাঝে সেই রুহ আসে। অতপর হযরত আলীর মাঝে সেই রুহ আসে এবং উনার মাধ্যমে উনার তিন ছেলের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়ার কাছে আসে।

গ) এই ফেরকা কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে না।

ঘ) শরাব পান করা, মৃত প্রাণী খাওয়া, ব্যভিচার করা হালাল বলে থাকে।

(৬) মন্সুরিয়া: এরা আবু মনসুর আজলীর অনুসারী। তাদের আক্বিদাগুলো নিম্নরূপ:

ক) ইমামত আবু জাফর মুহাম্মদ বাকেরের জন্য আর হযরত বাকের থেকে যখন আলাদা হয়ে যায়, নিজে নিজে ইমামতের দাবীদার হয়ে যায়।

খ) তারা বলে, আবু মনসুর যখন আসমানে যায়, আল্লাহ তায়ালা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, যা বেটা আমার পক্ষ থেকে পয়গাম নিয়ে যা। তখন তিনি জমিনে আসে।

গ) আল্লাহ তায়ালা বলেন -

اِنْ يَّرَ وْاكِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ۔ (الطور۔٤٤)

অর্থাৎ তারা আসমান থেকে কোন টুকরা পড়তে দেখে বলে, এটা সাহাবে মারকুম, মানে আবু মনসুর। (তুর-৪৪)

আবু মনসুর নিজের ইমামত দাবি করার পূর্বে ذُوْ الـــــكِسْفِ হযরত আলীকে বলে থাকত।

ঘ) রাসুল আসা কখনো বন্ধ হবে না। সবসময় রাসুল আসতেই থাকবে।

ঙ) জান্নাত একজন পুরুষ যার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে। জাহান্নামও এক পুরুষ যার সাথে শত্রুতামি রাখার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে।

চ) ফরজ ও একজন পুরুষের নাম। যার সাথে বন্ধুত্ব রাখার জন্য বলা হয়েছে। হারামও একজন পুরুষের নাম। যার সাথে দুশমনি রাখার জন্য বলা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য- পুরুষ বলতে ইমামকে বোঝানো হয়েছে।

(৭) খিতাবিয়াঃ এটা আবুল খাত্তাবের দিকে সম্পর্কিত। মুহাম্মদ বিন আবু যয়নব আজদা আসদী আবুল খাত্তাব। সে আবু আব্দিল্লাহ জাফর সাদেকের জন্য ইমামতের দাবি করেছিল। ইমাম জাফর সাদেক তার ধোকাবাজি বুঝার পর তার প্রতি নারাজ হয়ে যান।

পরবর্তীতে সে নিজেই ইমাম দাবী করে বসে। তাদের বিশ্বাস-

ক) ঈমামগণ সব নবী, আবুল হাত্তাবও নবী ছিলেন। নবীগণ তার আনুগত্য মানুষের উপর ওয়াজিব করেছেন।

খ) ইমামগণ খোদা। হযরত হাসান, হুসাইন (রাদ্বিঃ) এর সন্তান, আল্লাহর সন্তান ও বন্ধু। তারা আরো বলে, জাফর খোদা, আবুল কাত্তাব খোদা। এরা হযরত আলী থেকেও শ্রেষ্ঠ।

গ) তারা নিজেদের স্বার্থে মিথ্যা শপথকে হালাল মনে করে।

আবুল খাত্তাবের হত্যার পর, তার দল ও শেষ হয়ে যায়। তাদের আরেকটা আক্বিদা হলো- প্রত্যেক মুমনিের কাছে ওহি আসে। আল্লাহ তায়ালার বাণী

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ (ال عمران-١٤٥).

অর্থাৎ কোন আত্মার কাছে মৃত্যু আসে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। (আলে ইমরান-১৪৫)

তারা বলে, কোন মুমিনের কাছে মৃত্যু আসে না বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি আসে।

৮) **গুরাবিয়া ও যুবাবিয়াঃ** গুরাবিয়ারা বলে, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর আকৃতি মিল ছিল। যেমনঃ একটি কাক অন্য কাকের সাথে মিল। এই মিলের কারণে জিব্রাঈল (আঃ) অহী আনতে ভূল করে ফেলে। আসার কথা ছিল হযরত আলীর কাছে। কিন্তু ভুলবসত নিয়ে আসে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে। তাদের একজন কবি বলেন-

غَلَطَ الاَمِيْنُ فَجَارَهَا عَنْ حَيْدَرِهٖ

যুবাবিয়া বলে, হযরত আলী হলেন খোদা, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন নবী। দু'জনের মধ্যে এমন মিল ছিল আকৃতির দিক দিয়ে যেমন মাছি একটি আরেকটির সাথে মিল।

(৯) **যাম্মিয়াঃ** এই দল নবী করিম (ﷺ) এর তিরস্কার করার কারণে নাম যাম্মিয়া বা তিরস্কারকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস হযরত আলী হলেন খোদা। উনি মুহাম্মদ (ﷺ) কে পাঠালেন উনার দিকে আহবান করার জন্য কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ) নবুয়তে দাবীদার হয়ে নিজের দিকে ডাকলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও হযরত আলী দু'জনকে খোদা হিসেবে মানে। তাদেরকে "ইসনাইয়া" ও বলা হয়।

তাদের মধ্যে কিছু বান্দার আক্বিদা হলো, খোদা পাঁচজন। তারা হলো: চাদর ওয়ালা বা তথা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ), হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিঃ) এরা পাঁচজন মূলত একজন। একটি আত্মা পাঁচজনের কাছে রয়েছে। তাদেরকে 'মুখাম্মিছা' বলা হয়।

(১০) **হিশামিয়াঃ** এই দলটি হিশাম বিন হিকম এবং হিশাম বিন সালিমের অনুসারী। তাদের বিশ্বাস হল, আল্লাহ তায়ালার জন্য শরীর রয়েছে, দৈর্ঘ্য-প্রস্ত, মোটা-চিকনের ভিত্তিতে তার জন্য রং, গন্ধ ও স্বাদ রয়েছে। আল্লাহ উঠেন, বসেন, নড়াছড়াও করেন। তিনি আরশের উপর এমনভাবে বসেন। আরশ উনার সাথে লেগেই আছে।

তাদের আক্বিদা- ইমামগন নিষ্পাপ, নবীগন নিষ্পাপ নন। এই জন্য নবীদের কাছে অহী আসে। অহীর মাধ্যমে উনারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। কিন্তু ইমামগণের কাছে অহী আসে না, যার কারণে উনারা নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক।

ইবনে সালেম বলেন, আল্লাহর কাছে মানুষের মত হাত-পা এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় অনুভূতি রয়েছে।

(১১) যুরারিয়াঃ এরা যুরারিয়া বিন আয়ন কুফীর অনুসারী। তাদের বিশ্বাস আল্লাহর গুণ ধ্বংস শীল।

(১২) ইউনুছিয়াঃ এরা ইউনুছ বিন আব্দুর রহমান কুম্মি এর অনুসারী। তাদের আক্বিদা- আল্লাহর আরশের উপর আর ফেরেশতারা আল্লাহকে উঠিয়ে রেখেছে।

(১৩) শয়তানিয়াঃ এরা মুহাম্মদ বিন নুমান সাইরুফী এর অনুসারী। যার লকব শয়তান ছিল। তার অনুসারী ও তাদের আক্বিদা হলো- আল্লাহ শরীরহীন নূর। এরপর তিনি মানুষ আকৃতিতে আছেন। কোন জিনিস সৃষ্টি করার আগে এ ব্যাপারে আল্লাহর জ্ঞান ছিল না।

(১৪) যারামিয়াঃ এরা যারামের অনুসারী। তাদের বিশ্বাস হলো-

ক) ইমামত হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এরপর মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার জন্য। তারপর উনার ছেলে আব্দুল্লাহর জন্য। তারপর আলী বিন আব্দুল্লাহর জন্য। অতপর মনসুর পর্যন্ত তার আওলাদগণের জন্য। অন্য কেউ এই ইমামতের হক্বদার নয়।

খ) আল্লাহ তায়ালা আবু মুসলিমের ভিতরে ঢুকে গেছেন। উনাকে হত্যা করা হয়নি।

গ) তারা হারাম খাওয়া ও ফরজ তরক করা কে জায়েজ মনে করে।

(১৫) মুফাবিবদাঃ তাদের আক্বিদা হল- আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে সৃষ্টি করে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে সব সুপর্দ করে দিয়ে দেন। আর সবকিছু মুহাম্মদ (ﷺ) বানিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ বলে সৃষ্টি করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কে সুপর্দ করে দিয়েছেন।

(১৬) বদয়িয়্যাঃ তারা بـــداء কে জায়েজ মনে করে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা একটা জিনিসের লক্ষ্য করলেন। অতপর অন্য একটার দিকে লক্ষ্য গেলে প্রথমটা আল্লাহ তায়ালা থেকে চলে যায়, সেটা আর প্রকাশ হয় না। এর মাধ্যমে বুঝা যায়, কোন কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান নেই।

(১৭) নুসাইরিয়া ও ইসহাফিয়াঃ তাদের বিশ্বাস আল্লাহ তায়ালা হযরত আলী (রাদ্বিঃ)'র ভিতরে অবস্থান করেন। তারা বলে হযরত আলী ও তার আওলাদ গণ সবচেয়ে উত্তম, বিধায় আল্লাহ তাদের আকৃতিতে প্রকাশ পান। তাদের চক্ষু দিয়ে আল্লাহ দেখেন, তাদের কান দিয়ে শুনেন, তাদের হাত দিয়ে ধরেন, তাদের পা দিয়ে হাঁটেন। তাই তারা ইমামদের শানে "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করে।

তারা আরো বলে, তোমরা কি দেখ না? নবী (ﷺ) মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, আর হযরত আলী (রাদ্বিঃ) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। মুশরিক জাহেরী বা প্রকাশ্য আর মুনাফিক অপ্রকাশ্য ব্যাপার। আর হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বাতেনী বা গোপন বিষয়ের জিম্মাদার।

(১৮) ইসমাঈলিয়্যাঃ তাদের সাতটি লকব রয়েছে-

ক) বাতেনিয়া- তারা কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে বাতেনি অর্থ গ্রহণ করে। তারা বলে কোরআনের একটি জাহেরী অর্থ অন্যটি বাতেনী অর্থ। কিন্তু উদ্দেশ্য হল বাতেনী অর্থ। তারা দলিল স্বরুপ পেশ করে-

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍلَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ (الحديد-١٣)

অর্থাৎ- তাদের মধ্যে একটি দেওয়াল খাড়া করে দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে একটা দরজা রয়েছে, তার ভিতরের দিকে রহমত আর বাহিরের দিকে আজাব। (হাদিদ-১৩)

তারা একথা মানসুরিয়া ও জানাহিয়া থেকে নিয়েছে।

খ) করামুত্বা- এ নামে হওয়ার কারণ হল, প্রথম মানুষ যে মানুষদের কে নিজের মাযহাবের দিকে আহবান করেছিল। সে ছিল করমুত্ব গ্রামের।

গ) হিরমিয়্যা- তারা হারামকে হালাল জানত।

ঘ) সাবইয়্যাঃ তারা বলে, আহকামে শরীয়ত বর্ণনাকারী নবী সাত জনঃ

১। হযরত আদম (আঃ)
২। হযরত নূহ (আঃ)
৩। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)
৪। হযরত মুছা (আঃ)
৫। হযরত ঈসা (আঃ)
৬। হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)
৭। মুহাম্মদ মাহদি (আঃ)

তারা আরো বলে, এই সাতজন সবাই রাসুল। প্রত্যেক দু'জন রাসুলের মধ্যে সাতজন ইমাম হয়ে থাকেন। সেই সাতজন ইমাম হল-

ইমাম, হজ্জত, যুমুচ্ছা, দায়ি আকবর, দায়ি মাযুন, মুকাল্লব, মুমিন।

এদের সংখ্যা আসমান-জমিন, সমুদ্র, সাত দিন, কাওয়াকেবে সাইয়্যারা এর সাথে মিল।

ঙ) বাবেকিয়্যা- এরা ঐ ইসমাঈলিয়া, যারা আযর বাইযান থেকে বের হওয়ার সময় বাবক হেরমীর অনুসরণ করেছিল।

চ) মুহাম্মিরা- বাবকের জামানায় তারা লাল কাপড় পরিধান করত বিধায় তাদের কে মুহাম্মিরা বলা হয়। তারা নিজেদের বিপরিতদেরকে হামির বা গাদা বলে ডাকত।

ছ) ইসমাঈলিয়া- তারা হযরত জাফর সাদেক (রাদ্বিঃ) এর বড় ছেলে ইসমাঈলের জন্য ইমামতের দাবিদার ছিল। তাদের কাজ ছিল আহকামে শরীয়তকে বাতিল করা।

যায়দিয়াঃ

এরা হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বিঃ) এরপর হযরত যায়েদ বিন আলী বিন যয়নুল আবেদীন এর ইমামতে দাবিদার ছিল। এরাও তিন ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল।

ক) জারুদীয়াঃ এরা আবু জারুদের অনুসারী। ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রাদ্বিঃ) তার নাম সরহুব রেখে ছিলেন। তার তাফসীর এমন শয়তানের নামে, যে সমুদ্রে থাকে। তার কথা হল, হযরত আলীর ইমামতের উপর রাসুল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে। দলিলগুলো তাঁর গুনাবলি বর্ণনা করার মাধ্যেমেই সাহাবীগণ এই দলিলগুলো গোপন করে রেখেছেন। হযরত আলীর অনুসরণ করেননি। যার কারণে সমস্ত সাহাবী কাফের।

তারা আরো বলে, হযরত ইমাম হাসান, হুসাইন (রাদ্বিঃ) এর পরে ইমামত তাদের সন্তানদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে হবে। যিনি আলেম, বাহাদুর ও যুদ্ধের জন্য বের হবেন, তিনিই ইমাম হবেন।

তারা বলে, ইমাম মুন্তাযর হলেন- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন বিন আলী (রাদ্বিঃ)। যাকে খলিফা মনসুরের আমলে মদিনাতে শহীদ করা হয়। তাদের একদলের মতে উনি এখনো জীবিত আছেন।

কেউ কেউ বলে, ইমাম মুন্তাযর হলেন- মুহাম্মদ বিন কাসেম বিন আলী বিন হুসাইন (রাদ্বিঃ)। তালেবান ওয়ালারা উনাকে ধরে মু'তাসিমের আমলে কয়েদ করে তার

কাছে প্রেরণ করেছিল।মু'তাসিম উনাকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তার ঘরে বন্দি রেখেছিল। একদল উনাকে এখনো জীবিত মানে এবং কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় আসবেন বলে আক্বিদা রাখে।

আরেক দলে বলে, ইমামে মন্তাযর হলেন- ইয়াহইয়া বিন ওমাইর। যিনি যায়েদ বিন আলীর পতি। তিনি মানুষদেরকে তার দিকে আহব্বান করে ছিলেন। বড় একটা দল উনার অনুসারী হয়ে যায়। মুস্তায়িনের খিলাফত আমলে উনাকে শহীদ করা হয়। তাদের মধ্যে একদলের বিশ্বাস উনি মারা যাননি পুনরায় আসবেন।

খ) সোলাইমানীয়াঃ এরা সোলাইমান বিন জারীর এর অনুসারী। এরা বলে ইমামত গ্রহণযোগ্য হবে মানুষের পরামর্শে, দু'জন নেক মানুষের পরামর্শে। ইমামত সংগঠিত হয়ে যায়, বেশী ফজিলতপূর্ণ মানুষের সামনে কম ফজিলতপূর্ণ মানুষের ইমামত হতে পারে। তারা হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) কে যারা ইমাম বানিয়েছে তারা সবাই গুনাহগার। তবে ফাসিক নয়।

তারা বলে হযরত ওসমান, তলহা, জুবায়ের, আয়েশা (রাদিঃ) কাফের হয়ে গেছে।

গ) তবরীয়াঃ এরা তবরী চওমী এর অনুসারী। এরা সোলামানীদের আক্বিদায় বিশ্বাসী কিন্তু হযরত ওসমান (রাদ্বিঃ) এর ব্যাপারে নিরবতা পালন করে।

ফেরকায়ে ইমামিয়্যাঃ

এদের বিশ্বাস হযরতে আলী (রাদ্বিঃ) এর ইমামতের উপর স্পষ্ট দলিল রয়েছে। তারা ঐক্যমত পোষনে সমস্ত সাহাবীকে কাফির হিসেবে জানে। তারা হযরত জাফর ছাদেক (রাদ্বিঃ) পর্যন্ত ইমাম মানে। তার পরবর্তীদেরকে ইমাম মানার মধ্যে মতানৈক্য হয়ে যায়। মতানৈক্যের পর বৈঠক করে তারা সিদ্ধান্ত নিল, জাফর ছাদেকের পর উনার সন্তান মুছা কাজেম (রাদ্বিঃ) ইমাম, তারপর আলী বিন মুছা (রাদ্বিঃ), তারপর মুহাম্মদ বিন আলী তকি (রাদ্বিঃ), তারপর হাছান বিন আলী নকি (রাদ্বিঃ), তারপর মুহাম্মদ বিন হাছান। ইনি হলেন ইমামে মুন্তজর বা ইমাম মাহদি।

ইমামীয়্যাদের মধ্যে অনেক শাখা রয়েছে। যেমনঃ

ক) আফত্বহিয়্যাঃ তাদেরকে আম্মারীয়া ও বলা হয়। এরা আব্দুল্লাহ বিন আম্মারের অনুসারী। তারা আব্দুল্লাহ আফত্বহের ইমামতির বিশ্বাসী ছিল। যিনি ইমাম জাফর ছাদেক (রাদ্বিঃ) এর ছেলে এবং ইসমাঈলের সহোদর ভাই। এরা বলে উনি মারা

যাওয়ার পর পুনরায় দুনিয়াতে এসে গেছেন। কেননা উনার কোন সন্তান ছিল না।

খ) মফদলীয়াঃ তারা মফদল বিন আমরের অনুসারী। তাদেরকে কত্বিয়াও বলা হয়। তারা মুছা কাজেমের ইমামতের বিশ্বাসী ছিল।

গ) মমতুরীয়াঃ তারা মুছা কাজেমের ইমামতকে মানে এবং বলে উনি এখনো জীবিত আছেন। উনিই ইমাম মাহদী। তারা দলীলস্বরূপ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর বাণীকে পেশ করে-

سَابِعُهُمْ قَائِمُهُمْ سُمّىَ صَاحِبُ التَّوْارَتِ۔

অর্থাৎ তাদের সপ্তম যিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন এবং ছাহেবে তাওরাত অর্থাৎ মুছা (আঃ) এর নামে নাম হবে।

তাদেরকে মমতুরিয়া বলার কারণ হল, তাদের যিনি মূল ইউনুস বিন আব্দুর রহমান (২০৮খ্রিঃ) একদা মুনাযারার মধ্যখানে বলেন-

اَنْتُمْ اَهْوَنُ عِنْدِنَا مِنَ الكِلَابِ المَمْطُوْرَةِ۔

অর্থাৎ তোমরা আমাদের কাছে বৃষ্টিতে ভেজা কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ঠ।

ঘ) মুছাভীয়াঃ তারা মুছা কাজেম (রাদ্বিঃ) এর ইমামতের বিশ্বাসী এবং উনার হায়াত-মউত নিয়ে সন্দেহ পোষন করত। এজন্য উনার পর ইমামত মানে না।

ঙ) বজিইয়্যাঃ এরাও মুছা কাজেম (রাদ্বিঃ) এর ইমামতের বিশ্বাসী এবং বলে উনার ইন্তিকালের পরে পুনরায় উনি দুনিয়াতে ফিরে এসেছেন।

চ) আহমদিয়াঃ এরা মুছা কাজেম (রাদ্বিঃ) এর ইন্তিকালের পর উনার ছেলে আহমদ বিন মুছা কাজেমের ইমামতকে স্বীকার করে।

ছ) ইস্না আশারিয়্যাঃ ইমামিয়া বললেই ফেরকায়ে ইস্না আশারিয়্যার দিকে দৃষ্টি চলে যায়। এরা মুছা কাজেম (রাদ্বিঃ) এর পর উনার ছেলে আলী রজা (রাদ্বিঃ) এর ইমামতে বিশ্বাসী। তারপর মুহাম্মদ তকী, উনার পর আলী নকী, যিনি হাদী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারপর উনার ছেলে হাছান আসকারী (রাদ্বিঃ), উনার পর উনার ছেলে মুহাম্মদ (রাদ্বিঃ) ইনাকে তারা ইমামে মাহদী হিসেবে জানে। ইমামতে এই সিরিয়ালে তাদের কোন মতানৈক্য নেই। তবে ইমাম মাহদীর সন-সালে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের কিছু কিছু বলে উনি মারা গেছেন। এই পৃথিবীতে যখন জুলুম অন্যায় বেড়ে যাবে তখন তিনি পুনরায় ফিরে আসবেন। এই ফেরকাটি ২৫৫ হিজরী সনে সৃষ্টি হয়েছিল।

জ) জাফরীয়াঃ এদের আক্বিদা ফেরকায়ে ইস্‌না আশারিয়্যার সাথে মিল। তবে হাছান আসকরির পরে উনার ভাই জাফর (রাদ্বিঃ) এর ইমামতে বিশ্বাসী ছিল। তারা আরো বলে, মুহাম্মদ নামে হাছান আসকরীর কোন ছেলে ছিল না। তাদের কেউ কেউ বলে, হাসান আসকরীর কোন ছেলেই ছিল না। কেউ কেউ বলে, হ্যাঁ হাছান আসকরির ছেলে মুহাম্মদ ছিল তবে আব্বাসী খলিফা উনাকে ছোট বেলায় শহীদ করে দেয়। অতপর উনার চাচা জাফরই ইমাম ছিলেন। কিন্তু জাফরকে ইসনা আশারিয়্যারা মানে না। বরং মিথ্যুক বলে প্রচার করে।

আল্লামা শেখ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী ইসনা আশারিয়্যার আক্বিদা ও মাসায়েল বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে পেশ করা হলঃ

ক) তারা আল্লাহর কোন সিফাত মানে না। আল্লাহ তায়ালা যে হাইয়ুন, কাইয়ুম, ছমী, বসীর এগুলো আল্লাহ জাত বা সত্তা, গুন নয়।

খ) আল্লাহ তায়ালা পূর্ব থেকে ছামী, বসীর ছিলেন না। বরং পরবর্তী নিজের জন্য এই গুণগুলো সৃষ্টি করেছেন।

গ) আল্লাহ বান্দার উপর কর্তৃত্ব রাখেনা।

ঘ) আল্লাহ তায়ালা কোন সৃষ্টির পূর্বে এ ব্যাপারে জানতেন না।

ঙ) কোরআন যেটা মুসলমানদের কাছে বিদ্যমান সেটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেখানে কিছু আয়াত বাদ দিয়ে কিছু সংযোজন করা হয়েছে।

চ) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ধ্বংসশীল, অনেক জিনিস আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াও পাওয়া যায়। যেমনঃ খারাপ কাজ, গুনাহ, কুফর, ফিস্‌ক ইত্যাদি।

ছ) আল্লাহ তায়ালা শিয়া সম্প্রদায় ছাড়া অন্য দলের পথভ্রষ্ঠতার উপর রাজি আছেন। এমনকি ইমামগনও তাদের গোমরাহীর উপর রাজি।

জ) অনেক জিনিস আল্লাহ তায়ালার উপর ওয়াজিব। নেক আমল করলে তাদেরকে বিনিময় দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব।

ঝ) বান্দা তাদের নিজেদের কাজের স্রষ্ঠা, বান্দার কাজও ইখতিয়ারে আল্লাহর কোন দখল নেই। এমন কি কোন পশু-পাখির ইখতিয়ারে আল্লাহর কোন দখল নেই।

ঞ) আল্লাহ তায়ালাকে দেখা অসম্ভব।

ট) প্রত্যেককালে নবী বা অহি পাঠানো আল্লাহর উপর আবশ্যক।

ঠ) আমাদের নবী ছাড়া অন্য নবীদের চেয়ে ইমামের ফজিলত বেশী।

দ) নবীদের জন্য মিথ্যা বলা, কাউকে অপবাদ দেওয়া জায়েজ বরং অবস্থার পেক্ষাপটে তকিয়াবাজী করা ওয়াজিব।

ধ) নবীদের প্রেরনের সময় উসুলে আক্বিদার কোন জ্ঞান থাকে না। পরর্বতীতে আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যমে এই জ্ঞান আসে।

ণ) নবীদের পক্ষ থেকে এমন গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায়, যেই গুনাহ উনার মরণের মাধ্যম হয়ে যায়।

ত) আদম (আ:) হিংসা বিদ্ধেষের গুণে গুণান্নিত ছিলেন। উনি আল্লাহর নাফরমানি বারবার করতেন।

থ) কিছু উলুল আযম মিনার রাসুল রিসালত থেকে ক্ষমা চেয়েছেন। নিজের ও জাতীর অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। যেমনঃ হযরত মুছা (আ:)।

* হযরত আলীর কাছেও নবীর মত অহী আসত। প্রার্থক্য এতটুকু নবী ফেরেশতা দেখতেন, আর হযরত আলী ফেরেশতার আওয়াজ শুনতেন।

* ইমামিয়্যাদের কেই কেই বলে, রাসুল (ﷺ) এর ইন্তেকালের পরে হযরত ফাতেমার কাছেও অহী আসত। ঐ অহীগুলো একত্রিত করে "মসহাফে ফাতেমী" নাম রেখেছে।

* ইমাম চাইলে কিছু শরীয়তের হুকুম পরির্বতন করতে পারেন।

* ইমাম পাঠানো আল্লাহর উপর আবশ্যক। রাসুল (ﷺ) এরপর কোন গ্যাপ ছাড়া হযরত আলীই ইমাম। তিন খলিফার ইমামতি বাতিল।

কোরআন করিমের আয়াতের অর্থগত পরিবর্তন

আমরা জানি এই পবিত্র কোরআন শরীফ শব্দগত কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কারণ এটার হেফাজত কারী স্বয়ং আল্লাহ সুবহান ওয়া তায়ালা। তিনি বলেন

إِنَّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُوْنَ۔ (الحجر-٩)

অর্থাৎ আমি আল্লাহ এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং এটার হেফাজত আমি নিজেই করব। (আল হিজর-৯)

তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলসহ আসমানি কিতাবগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইহুদী-নাসরারা তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন করে ফেলেছে। এ ব্যাপারে কোরআনে অনেক আয়াতে করিম রয়েছে। আমরা তার

বাস্তবতা দেখতে পাই তাওরাত, ইঞ্জিল হাতে নিলে। এক এক দেশের কিতাব এক এক রকম। কিন্তু পবিত্র কোরআন পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক একটা শব্দও পাল্টানোর সুযোগ নেই। কিন্তু স্বার্থবাদীরা অর্থগতভাবে পরিবর্তন করে তাদের স্বার্থ হাছিল করে। এ ব্যাপারে রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِىْ الْقُرْآنِ بِرَايِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (ترمذى, مشكوة-٣٥)

অর্থাৎ রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যারা কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করবে, সে তার ঠিকানা জাহান্নাম থেকে খুজে নিবে। (তিরমিযি, মিশকাত-৩৫পৃষ্ঠা)

শিয়া সম্প্রদায় হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কে রাসুল (ﷺ) এর পরে ইমাম বানাবার জন্য কুরআন শরীফের বেশ কিছু আয়াতের অর্থগত পরিবর্তন করল। যেমন- তারা বলে, খলিফা চার জন। তার মধ্যে হযরত আলী চতুর্থ-

প্রথমতঃ- হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর খলিফা।

তিনি বলেন-

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِىْ الْاَرْضِ خَلِيْفَةً. (بقرة-٣٠)

অর্থাৎ আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি বানাব। এখানে খলিফা হলেন আদম (আঃ)।

দ্বিতীয়তঃ- হযরত মুছা (আঃ) এর খলিফা হযরত হারুন (আঃ)। যেমন-

قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ. (ال عمران-١٤٢)

অর্থাৎ হযরত মুছা (আঃ) তার ভাই হযরত হারুন (আঃ) কে বলেন, আপনি আমার জাতীর কাছে আমার প্রতিনিধি হয়ে যান। (আ'রাফ-১৪২)

তৃতীয়তঃ- দাউদ (আঃ) আল্লাহর খলিফা। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

يَادَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِىْ الْاَرْضِ. (ص-٢٦)

অর্থাৎ হে দাউদ (আঃ) আমি আপনাকে জমিনে খলিফা বানালাম। (সো'দ-২৬)

চতুর্থতঃ- হযরত আলী (রাদ্বিঃ) ও আল্লাহ খলিফা- দলিল স্বরূপ বলে-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِىْ الْاَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ اِرْتَضٰى لَهُمْ. (النور-٥٥)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা দিয়েছেন তাদেরকে যারা ইমান এনে আমলে ছালেহাত করে। তাদেরকে জমিনে তার প্রতিনিধি বানাবেন। যেমনি ভাবে তাদের পূর্ববর্তী

বান্দাদেরকে খলিফ বানিয়েছে। অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দেবেন তাদের ঐ দ্বীনকে যা তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। (নূর-৫৫)

এখানে তারা বলে যেমনি ভাবে পূর্ববর্তী হযরত আদম (আ:), হারুন (আ:), দাউদ (আ:) কে খলিফা বানিয়েছে তেমনি ভাবে হযরত আলীকে আল্লাহ তায়ালা আপন খলিফা বানিয়েছেন। (মানাকিব-৩য় খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

এটা সম্পূর্ন মনগড়া তাফসির। উল্লেখিত আয়াতে কোন নিদির্ষ্ট ঈমানদারকে বলা হয়নি। সকল ঈমানদার উক্ত আয়াতে শামিল রয়েছে।

শিয়া সম্প্রদায় হযরত আলীকে আমাদের নবীর (ﷺ) চতুর্থ খলিফা মানে না। আল্লাহ তায়ালার চতুর্থ খলিফা হিসেবে মানে।

অথচ হযরত আলী (রাদ্বি) বলেন,

مَنْ لَمْ يَقُلْ اَنِّىْ رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ যে আমাকে নবীজির চতুর্থ খলিফা বলে না, প্রথম খলিফা বলে, তার উপর আল্লাহর লানত বা অবিশাপ। (মানাকিবে ইবনে শহর আশুর-৩য় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

শিয়ারা বলে, ইব্রাহীম (আ:) যেমনি ভাবে উনার বংশধরে ইমাম হওয়া চেয়েছেন, ঠিক আমাদের নবীর (ﷺ) বংশ থেকে ইমাম হবেন। আর নবীজির বংশ বিস্তার হয়েছে হযরত আলীর মাধ্যমে। যেমন ইব্রাহীম (আ:) এর কথা কোরআন মজিদে উল্লেখ রয়েছে।

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِىْ الظَّالِمِيْنَ۔ (بقرة۔١٢٤)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আ:) কে বলেন, আমি আপনাকে মানুষের জন্য ইমাম বানালাম। ইব্রাহীম (আ:) বলেন আমার আওলাদদের মধ্যেও ইমাম বানিয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা বলেন, কোন জালেম, পাপিষ্ঠ এই পদে উপনিত হতে পারবে না। (বাকারা-১২৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوْا لَنَا عَابِدِيْنَ۔ (انبياء۔٧٣)

অর্থাৎ তাদের মধ্যে আমি ইমাম করেছি, যারা আমার নির্দেশে আহবান করে এবং আমি তাদের প্রতি ওহি প্রেরণ করেছি। সৎকর্ম করতে, নামায প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং যাকাত প্রদান করেত আর তারা আমার ইবাদত করত। (আম্বিয়া-৭৩)

শিয়ারা আরো বলে, হযরত মুছা (আঃ) এর প্রতিনিধি যেভাবে হারুন (আঃ) ছিলেন ঠিক তদরূপ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) রাসুল (ﷺ) এর প্রতিনিধি। যেমন আল্লাহ ও তার হাবীবের বানী-

اِجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِى- هَارُوْنَ اَخِىْ- اشْدُدْبِهٖ اَزْرِىْ- (طه:٣١-٢٩)

অর্থাৎ মুছা (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ আমার পরিবারের পক্ষ হতে আমার ভাই হারুন (আঃ) কে আমার প্রতিনিধি বানিয়ে দাও এবং তার মাধ্যমে আমাকে আরো শক্তিশালি করে দাও। (ত্বোহা, ২৯-৩১)

তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসুল (ﷺ) হযরত আলীকে বলেন-

يَاعَلِىُّ اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى- (بخارى, مسلم, مشكوة-٥٦٣)

অর্থাৎ হে আলী তুমি আমার ব্যাপারে হযরত হারুন (আঃ) এর মত। যে ভাবে মুছা (আঃ) তুর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হারুন (আঃ) কে স্থল ভিষিক্ত করেছিলেন। ঠিক আমিও যুদ্ধে যাওয়ার সময় মদিনার ছোট বাচ্চা, মহিলাদের জন্য তোমাকে স্থলাভিষিক্ত করলাম।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিয়া সম্প্রদায় বলে, এখানে হযরত আলীকে নবীজির পর পর স্থানের কথা বলা হয়েছে। অথচ এটা সম্পূর্ণ একটা অপব্যাখ্যা। বিষয়টা ছিল একটা প্রেক্ষাপট তাবুকের যুদ্ধে সবাই চলে যাচ্ছিল। রাসুল (ﷺ) মদিনা বাসিদের জন্য হযরত আলি (রাদ্বিঃ) কে প্রতিনিধি করেছিলেন। (ইহতিজাজ-৪৩৩)

শিয়ারা আরো বলে, হযরত সোলাইমান (আঃ) দাউদ (আঃ) এর ওয়ারিস বা উত্তারাধিকারী, ঠিক হযরত আলী হলেন রাসুল (ﷺ) এর উত্তারাধিকারী।

যেমনঃ আল্লাহ তায়ালার বাণী-

هَبْ لِىْ مُلْكًا لَايَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ- (ص-٣٥)

অর্থাৎ সোলাইমান (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, আমার পর যাতে কেউ ঐ রাজত্ব না পায়। (ছোদ-৩৫)

সোলাইমান (আঃ) যে ভাবে দাউদ (আঃ) এর পর বাদশা হয়েছিল, ঠিক নবী করিম (ﷺ) এরপর খলিফা হোক, রাজা হোক, বাদশা হোক সব হযরত আলী (রাদ্বিঃ) হবেন।

অথচ নবীজি ইন্তিকালের পূর্বে ১৬ বা ১৭ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেছিলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদ্বিঃ)।

রাসুল (ﷺ) বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَايَنْبَغِىْ لِقَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يُّؤَمَّهُمْ غَيْرُهُ۔ (ترمذى, مشكوة۔٥٥٥)

অর্থাৎ যে জাতীর কাছে আবু বকর বিদ্যমান থাকবে, তাদের মধ্যে আর কেউ ইমামতি করা শোভা পাইনা। (তিরমিযি, মিশকাত-৫৫৫পৃষ্ঠা)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مَطْعَمٍ قَالَ اَتَتْ النَّبِىَّ ﷺ اِمْرَاَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِىْ شَئٍّ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ كَاَنَّهَا تُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ اِنْ لَّمْ تَجِدِيْنِىْ فَاْتِىْ اَبَابَكْرٍ۔ (بخارى, مسلم, مشكوة۔٥٥٥)

অর্থাৎ এক মহিলা রাসুল (ﷺ) এর কাছে এসে কোন এক বিষয়ে কথা বলেছিলেন। রাসুল (ﷺ) তাকে বলেন আবার আসিও। ঐ মহিলা বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি এসে আপনাকে না পাইলে অর্থাৎ আপনি এই দুনিয়া থেকে যদি পর্দা করেন, কার কাছে আসব? রাসুল (ﷺ) বলেন, আবু বকর ছিদ্দিকের কাছে। স্পষ্ঠ হয়ে যায় রাসুল (ﷺ) এরপর রাষ্টীয় বা অন্য কোন বিষয়ে সমাধান যিনি করবেন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিঃ)।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার কাছে হযরত আলী (রাদ্বিঃ)'র চিঠিঃ-

اَنَّهُ بَايَعَنِىْ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا اَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلٰى مَابَايَعُوْهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ يَخْتَارُ وَلَا لِلْغَائِبِ اَنْ يَّرُدَّ وَاِنَّمَا الشُّوْرٰى لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَاِنْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى رَجُلٍ وَسَمُّوْهُ اِمَامًا كَانَ ذٰلِكَ لِلّٰهِ رِضًى فَاِنْ خَرَجَ مِنْ اَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ اَوْ بِدْعَةٍ رُدُّوْهُ اِلٰى مَاخَرَجَ مِنْهُ فَاِنْ ابٰى قَاتِلُوْهُ عَلٰى اِتِّبَاعِهِ غَيْرِ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلّٰاهُ اللّٰهُ مَاتَوَلّٰى۔ (نهج البلاغة)

অর্থাৎ আমার হাতে এমন জাতি বাইয়াত করেছেন, যিনারা হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান (রাদ্বিঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। যারা উপস্থিত ছিলেন এবং অনুপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ বাইয়াত ফিরিয়ে দিতে পারবে না। নিশ্চই এটা মুহাজির ও আনসারদের পরামর্শে হয়েছে। তারা কোন মানুষের ব্যাপারে একত্রিত

হয়ে গেলে এবং ইমাম বানিয়ে নিলে, সেটা আল্লাহর কবছেও গ্রহণ যোগ্য হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ যদি এই বাইয়াতকে অস্বীকার করে এবং মুমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা তালাশ করে, অবশ্যই তাকে হত্যা করে দিতে হবে। (শিয়াদের উল্লেখযোগ্য কিতাব নাহজুল বালাগাহ, পৃষ্ঠা নং-৬)

হযরত আলীর চিঠির মাধ্যমে স্পষ্ঠ হয়ে গেল, উনি ছিলেন তার পূর্বের তিন জনের পরের খলিফা এবং পূর্বের গুলোকে উনিও মেনে নিয়েছিলেন।

শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ) এর প্রতি জগন্য অপবাদ বাগে ফদক নিয়েঃ-

বাগে ফদক বলতে খাইবর এলাকার একটি বাগান। যাহা রাসুল (ﷺ) এর আয়িত্তেই ছিল। সেই ফদক থেকে যা রাসুল (ﷺ) এর কাছে আসত, তা রাসুল (ﷺ) নিজ পরিবারে, বনী হাশেমের সকল সদস্য, বিভিন্ন মেহমান, গরীব-মিসকিন, এয়াতিমদের বাবদ খরচ করতেন। যুদ্ধের সরঞ্জাম, উঠ, তালবারী, ঘোড়া অন্যান্য বাগে ফদগের আমদানী থেকে খরচ করতেন। "আসহাবে সুফফাহ" যারা রাসুল (ﷺ) এর মাদরাসায় পড়তেন, তাদের ব্যাপারেও সেই মাল থেকে খরচ করতেন।

রাসুল (ﷺ) এর ইন্তেকালের পর সেই বাগে ফদকের আমদানী ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ)ও সেই ভাবে খরচ করতেন। শিয়ারা বলে রাসুল (ﷺ) এর ইন্তেকালের পর সেই বাগানের হকদার হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ)। আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিঃ) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ) কে না দিয়ে উনার উপর বড় জুলুম করেছে। অথচ রাসুল (ﷺ) এর জীবন দশাই শুধু ফাতেমার (রাদ্বিঃ) এর জন্য খরচ করতেন না এবং হযরত ফাতেমাকে দিয়ে দেননি। এব্যাপারে আবু দাউদ শরীফের একটা হাদিস শরীফ পেশ করা হল-

عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ اِنَّ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ جَمَعَ بَنِىْ مَرْوَانَ حِيْنَ اُسْتُخْلِفَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَدَكٌ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلٰى صَغِيْرِ بَنِىْ هَا شِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا اَيِّمَهُمْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ سَالَتْهُ اَنْ يَّجْعَلَهَا لَهَا فَاَبٰى فَكَانَتْ كَذٰلِكَ فِىْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا اَنْ وَلِّىَ اَبُوْ

بَكْرٍ عَمِلَ فِيْهَا بِهَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَيَوتِهِ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا وُلِّىَ عُمَرُ بنِ الخَطَّابِ عَمِلَ فِيْهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ اَقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ فَرَاَيْتُ اَمْرًا مَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ وَاِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ رَدَدْتُهَا عَلٰى مَا كَانَتْ يَعْنِى عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ. (ابو داود, مسكوة.٣٥٦)

অর্থাৎ হযরত মুগিরা বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাদ্বিঃ) এর খেলাফত আমলে তিনি বনি মরওয়ানকে একত্রিত করলেন এবং বললেন, রাসুল (ﷺ) এর একটা 'ফদক' নামে বাগান ছিল। সেই বাগানের আমদানি থেকে বনি হাশেমের ছোঠ বাচ্চাদের সেবায় খরচ করতেন এবং বিদবাদের বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে খরচ করতেন। একদা হযরত ফাতেম (রাদ্বিঃ) রাসুল (ﷺ) কে বলেন, বাগে ফদকটা যাতে উনার জন্য করে দেন, রাসুল (ﷺ) দিলেন না, এভাবে রাসুল (ﷺ) দুনিয়াবী হায়াতে খরচ করতেছিলেন। এমন কি হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদ্বিঃ) খেলাফতের আমল আসল, তিনি নবীজির মত খরচ চালাচ্ছিলেন সেই ফদক থেকে। আর যখন হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) খলিফা হলেন, তিনিও পূর্বের মত সেই বাগে ফদক থেকে খরচ চালাচ্ছিলেন। অতপর মারওয়ান খলিফা হওয়ার পর সেই খরচ গুলো কেটে দিলেন। আবার যখন ওমর বিন আব্দুল আজিজ খলিফা হলেন, পূনরায় সেই ফদকের আমদানী থেকে নবীজি (ﷺ), ছিদ্দিকে আকবর ও ওমর (রাদ্বিঃ) এর মতে খরচ শুরু করে দিলেন। (আবু দাউদ, মিশকাত-৩৫৬ পৃষ্ঠা)

এই হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝাগেল, রাসুল (ﷺ) সেই বাগে ফদককে ফাতেমার জন্য একেবারে দান করে দেননি। বরং তিনি সেই থেকে বিভিন্ন খরচ করতেন।

রাসুল (ﷺ) ইন্তেকালের পর ফাতেমাই সেই বাগে ফদকের মালিক হবে বলে যান নি। শিয়াদের উল্লেখযোগ্য কিতাব-"নাহজুল বালাগাহ ও শরহে ইবনে হাদিদ" নামক কিতাবে শিয়ারা স্বীকার করে নেয়।

قَالَ لَهَا اَبُو بَكْرٍ لَمَّا طَلَبَتْ فِدَكَ اَبِىْ وَاُمِّى اَنْتِ الصَّادِقَةُ الْاَمِيْنَةُ عِنْدِى اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَهِدَ اِلَيْكِ عَهْدًا اَوْ وَعَدَكِ وَعْدًا صَدَقْتُكِ وَسَلَّمْتُ اِلَيْكِ فَقَالَتْ لَمْ يَعْهَدْ اِلَىَّ فِىْ ذٰلِكَ.

অর্থাৎ যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর (রাদ্বিঃ) এর কাছে বাগে ফদক তালাশ করলেন, তিনি বলেন, হে ফাতেমা আপনি বড় সত্যবাদী, বড় আমানতদার, আপনি বলুন তো, রাসুল (ﷺ) আপনার সাথে কোন চুক্তি করেছিলেন কি? কোন ওয়াদা দিয়েছিলেন কি? যদি রাসুল (ﷺ) আপনার সাথে চুক্তি করে থাকেন বা ওয়াদা করে থাকেন, আমি এই বাগান আপনাকে দিয়ে দিব। তখন হযরত ফাতেমা বলেন না না, রাসুল (ﷺ) আমার সাথে এরকম কোন চুক্তি বা ওয়াদা করেন নি।

উল্লেখিত হাদিসদ্বয় দ্বারা স্পষ্ঠ হয়ে যায় বাগে ফদক রাসুল (ﷺ) হযরতে ফাতেমা (রাদ্বিঃ) কে দান করেন নি বা উনার জন্য কোন ওয়াদা, চুক্তি করে যান নি। সিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ) খেলাফতে আসার পরে নবীজির সুন্নাহ অনুযায়ী বাগে ফদক থেকে খরচ করতেন।

হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ), হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদ্বিঃ) উপর রাজি ছিলেন-

لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ اَتَاهَا اَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْق, فَاسْتَاذَنَ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ يَافَاطِمَةُ هٰذَا اَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْقُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ فَقَالَتْ أَتُحِبُّ اَنْ اٰذِنُ لَهُ؟ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَتْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَتَرَضَّاهَا, فَقَالَ وَاللّٰهِ مَاتَرَكْتُ الدَّارَ وَالْمَالَ وَالْاَهْلَ وَالْعَشِيْرَةَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَمَرْضَاةِ رَسُوْلِهِ, وَمَرْضَاتِكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ, ثُمَّ تَرَضَّاهَا حَتّٰى رَضِيَتْ۔ (السنن الكبرىٰ للبيهقى۔٦/٣٠١)

অর্থাৎ হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ) যখন অসুস্থ হয়ে যান, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদ্বিঃ) উনার কাছে এসে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। হযরত আলী (রাদ্বিঃ) গিয়ে হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ) এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি বলেন, আপনি কি পছন্দ করছেন, আমি উনাকে অনুমতি দিব? হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বলেন- হ্যাঁ। অতপর অনুমতি দিলেন এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদ্বিঃ) ভিতরে প্রবেশ করে উনার সন্তুষ্টি কামনা করেন এবং বলেন, আমার ঘর, সম্পদ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (ﷺ) এবং আপনাদের সন্তুষ্টি কামনা করছি। অতপর হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ) ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ) এর উপর রাজি হয়ে গেলেন। (বায়হাকী তার সুনুনে ৬ষ্ঠ খন্ড-৩০১ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে কাসীর এই হাদীসের সনদকে মজবুত বলে আখ্যায়িত করেন।

বুখারী শরীফের ৪২৪০ ও ১৭৫নং হাদিসে আছে- হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত, ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ) বলেন-

وَاللّٰهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ للّٰهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهَا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ, وَلَآ عَمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى اَبُو بَكْرٍ اَنْ يَّدْفَعَ لِفَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا, فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ ذٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تَكَلَّمَتْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ.

অথাৎ রাসুল (ﷺ) যেভাবে ব্যয় করতেন আমিও সেভাবে ব্যয় করব। ফাতেমা (রাদ্বিঃ) সে থেকে উনার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত আর কথা বলেননি।

এই বর্ণনা, হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ) তার জ্ঞান অনুযায়ী করেছেন। ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ) এর কাছে গিয়েছিলেন এটা উনার জানা ছিল না।

ইমাম কুরতবী আল মুফহিম ১২তম খন্ড ৭৩পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন- হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ) ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেননি এটা উনার ব্যস্ততার কারণে। রাসুল (ﷺ) ইন্তেকালে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। উনার ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ) এর সাথে কথা বন্ধ করেন নি। কারণ রাসুল (ﷺ) বলেন-

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (بخارى-٦٠٧٧)

অর্থাৎ কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, তার অপর ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি কথা বন্ধ করে দেওয়া। (বুখারী-৬০৭৭)

রাফেজীদের উল্লেখযোগ্য কিতাব مـحجاج السالكين (মিহজাজুস্ সালেক্বীন) নামক কিতাবের ইবারত নিম্নে পেশ করা হল:

اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا رَاىَ اَنَّ فَاطِمَةَ اِنْقَبَضَتْ عَنْهُ وَهَجَرَتْهُ وَلَمْ تَتَكَلَّمَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِىْ اَمْرِ فَدَكٍ وَكَبُرَ ذٰلِكَ عَنْهُ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَرْضَاءَ هَا فَاَتَاهَا فَقَالَ لَهَا صَدَقْتِ يَااِبْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِيْمَا اِدَّعَيْتِ وَلٰكِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَسِّمُهَا فَيُعْطِىْ الْفُقَرَاءَ الْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ بَعْدَ اَنْ يُّؤْتِىَ مِنْهَا قُوْتَكُمْ وَالصَّانِعِيْنَ بِهَا فَقَالَتْ اِفْعَلْ فِيْهَا كَمَا كَانَ اَبِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ فِيْهَا فَقَالَ ذٰلِكَ اللّٰهِ عَلٰى

اَنْ اَفْعَلَ فِيْهَا مَا كَانَ يَفْعَلُ اَبُوْكِ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَتَفْعَلَنَّ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِشْهَدْ فَرَضِتْ بِذٰلِكَ وَاَخَذَتْ الْعَهْدَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ يُعْطِيْهِمْ مِنْهَا قُوْتَهُمْ وَيُقَسِّمُ الْبَاقِىْ فَيُعْطِىْ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ۔

অর্থাৎ নিশ্চয় হযরত আবু বকর (রাদ্বি:) দেখতে পেলেন হযরত ফাতেমা বাগে ফদকের ব্যাপারে উনার উপর অসন্তুষ্ঠ হয়ে গেলেন। উনার সাথে কথা বলা ছেড়ে দিলেন। এটা আবু বকর এর কাছে খুব কষ্ঠকর হয়ে যায় এবং তিনি সৈয়্যাদায়ে কায়েনাতকে কিভাবে রাজি করা যায় তা চেষ্টা করা শুরু করেন। একদা তিনি ফাতেমা (রাদ্বি:) এর কাছে চলে আসেন এবং বলেন হে নবীজির কন্য আপনার কথা সত্য যা আপনি দাবী করছেন। কিন্তু আমি নবীজিকে দেখেছি এই বাগানের আমদানী থেকে ফকির, মিসকীন, মুসাফিরদের জন্য খরচ করতে। আপনাদের এবং সেই বাগানের কর্মচারীদের খাওয়ারের ব্যবস্থা করতেন। তখন ফাতেমা (রাদ্বি:) বলেন আপনি খরচ করে যান যেভাবে আমার আব্বা রাসুল (ﷺ) খরচ করতেন। ছিদ্দিকে আকবর বলেন আল্লাহর শপথ আমি আপনাদের জন্য ঐভাবে করে যাব, যেভাবে নবীজি করতেন। ফাতেমা (রাদ্বি:) বলেন, অবশ্যই আপনি সেইভাবে খরচ করবেন। তিনি বলেন হ্যাঁ আমি অবশ্যই সেইভাবে করব। ফাতেমা (রাদ্বি:) বলেন হে আল্লাহ তুমি স্বাক্ষী হয়ে যাও, অতপর সৈয়্যাদায়ে কায়েনাত রাজি হয়ে গেলেন। অতপর ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বি:) বাগে ফদকের আমদানীর প্রথমে ফাতেমা (রাদ্বি:) কে দিতেন বাকীগুলো ফকির, মিসকীন, মুসাফিরদের দিতেন।

নবীগন আউলাদদেরকে ওয়ারিশ বানাই না:

যদি বলা যায় নবীজি হায়াতে দুনিয়ায় হযরত ফাতেমাকে বাগে ফদক দেন নি, ইন্তেকালের পর ওয়ারিশ হিসেবে তো পেতে পারেন। উত্তরে বলা যায় প্রত্যেকেই আপন বাবার ওয়ারিশ হয় কিন্তু নবীজির ওয়ারিশ কেউ হয় না। যেমন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَاٰى اَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يُحْبَسَنِىْ فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ۔ بخارى, مشكوة ١٦٦

অর্থাৎ ওক্ববা বিন হারেছ বলেন, আমি নবজির পিছনে মদিনায় আছরের নামাজ আদায় করলাম। যখন নবীজি নামাজের সালাম ফেরালেন খুব তাড়াহুড়া করে দাড়িয়ে মানুষের সামনে থেকে কোন স্ত্রীর কামরায় গেলেন, মানুষ নাবীজির এই তাড়াহুড়ার ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেলেন। অতপর নবীজি (ﷺ) উনাদের থেকে বের হয়ে আসলেন এবং দেখতে পেলেন উনারা নবীজি (ﷺ) এর তাড়াহুড়ার ব্যাপারে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন স্বর্ণের একটি জিনিস আমার ঘরে রয়ে গেছে। আমার অপছন্দ হচ্ছে রাত হয়ে যাবে সেটা আমার ঘরে থেকে যাবে। যার কারণে তাড়াহুড়া করে গিয়ে সেই স্বর্ণের জিনিসটি সদকা করে দেওয়ার জন্য বলে আসলাম। (বুখারী, মিশকাত-১৬৬পৃষ্ঠা)

হুজুর (ﷺ) এর শেষ অসুস্থতায় উনার কাছে ছয় বা সাতটি আশরাফী ছিল। কিন্তু হুজুর (ﷺ) আয়েশা (রাদ্বিঃ) হুকুম দিলেন, ঐগুলো ছদকা করে দাও। তিনি ব্যস্ততার কারণে ছদকা করতে পারেন নি। হুজুর (ﷺ) সেই আশরাফীগুলো তালাশ করে ছদকা করে দিলেন এবং বললেন-

مَا ظَنَّ نَبِيُّ اللّٰهِ لَوْلَقِيَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَهٰذِهِ عِنْدَهُ

অর্থাৎ কোন নবীর জন্য প্রযোজ্য নয়, উনি আল্লাহর সাক্ষাতে যাবেন আর উনার হাতে এই আশরাফীগুলো থেকে যাবে। (আহমদ, মিশকাত-১৬৭পৃষ্ঠা)

বুঝা গেল রাসুল (ﷺ) সম্পদের কাউকে ওয়ারিশ বানিয়ে যাননি। নবীজি তা স্পষ্ট করে বলেও গিয়েছেন হযরত ছিদ্দিকে আকবর থেকে বর্ণিত হাদিস-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نُوْرِثُ مَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ. (بخارى- ٣٠٩٢, مشكوة-٥٥٠م)

অর্থাৎ নবীজি বলেন আমরা নবীগণ কাউকে ওয়ারিশ বানাইনা যা রেখে যায় ঐগুলো ছদকা হয়ে যাবে। (বুখারী হা: ৩০৯২, মুসলিম, মিশকাত-৫৫০পৃষ্ঠা)

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত নবীজির স্ত্রীগণ চেয়েছিলেন, হযরত ওসমানের মাধ্যমে হুজুর (ﷺ) থেকে কিছু চাইবেন, যখন হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ) বলেন-

اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَانُوْرِثُ وَمَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَة

অর্থাৎ নবীজি (ﷺ) কি বলেন নি, আমরা নবীগণ কাউকে ওয়ারিশ বানাইনা, যা রেখে যায় সব ছদকা হয়ে যাবে। একথা শুনার পর অন্য স্ত্রীগণ আর কিছু তালাশ করার ইচ্ছা করলেন না। (মুসলিম ২য় খন্ড ৯১ পৃষ্ঠা, বুখারী হা: ৬৭৩০, মুসলিম হা: ১৭৫৮)

হযরত আমর বিন হারেস যিনি নবীজির স্ত্রী হযরত জুওয়াইরিয়া (রাদ্বিঃ) এর ভাই, তিনি বলেন-

مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً وَلَا شَيْئًا اِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً۔ (بخاری , مشکوۃ۔٥٥م)

অর্থাৎ রাসুল (ﷺ) ইন্তেকালের সময় কোন দিনার, দিরহাম, গোলাম, বান্দি রেখে যাননি। হ্যাঁ একটি সাদা খচ্চর ও যুদ্ধের অস্ত্র রেখে গেছেন এবং সেগুলোকে ছদকা করে গিয়েছেন। (বুখারী, মিশকাত-৫৫পৃষ্ঠা)

হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত-

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا وَمَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ۔ (بخاری, مسلم, مشکوۃ۔٥٥٠م)

অর্থাৎ হযরত রাসুল (ﷺ) বলেন, আমার কোন দিনার আমার ওয়ারিশের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। আমি যা রেখে যাব, আমার স্ত্রীদের খরচ ও কর্মচারীদের খরচের পর বাকীগুলো ছদকা হয়ে যাবে। (বুখারী হাঃ ৬৭২৯, মুসলিম, মিশকাত-৫৫০পৃষ্ঠা)

হযরত মালেক বিন আউস (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আব্বাস, ওসমান, আলী, আবদুর রহমান বিন আউফ, যুবাইর বিন আউয়াম, সা'দ বিন ওয়াককাস (রাদ্বিঃ) সামনে হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) বলেন-

اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَة وَقَالُوْا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَا نَعَمْ۔ (بخاری۔ ٢/٥٧٥م, مسلم ٢/٩٠)

অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে ঐ আল্লাহর শপথ করিয়ে বলছি যার হুকুমে আসমান, যমিন কায়েম হয়েছে। আপনারা কি জানেন নবীজি (ﷺ) বলেছেন-আম্বিয়াগণ কাউকে ওয়ারিশ বানাইনা। যা রেখে যাবেন সব ছদকা হয়ে যাবে। উনারা বললেন, হ্যাঁ! নবীজি এরূপ বলেছেন। অতপর হযরত ওমর (রাদ্বিঃ), হযরত আলী ও আব্বাস (রাদ্বিঃ) সামনে গিয়ে শপথ করিয়ে এভাবে বললে উনারা বলেন, হ্যাঁ! নবীজি এভাবে বলেছেন। (বুখারী ২য় খন্ড ৫৭৫ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২য় খন্ড ৯০পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীস সমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বিঃ) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ) কে বাগে ফদক দেন নি, হিংসা বিদ্বেষ করে নয় বরং নবীগণ কাউকে ওয়ারিশ বানাই না সে সূত্রে। নবীজি যে কাজে ব্যয় করতেন সেই বাগান থেকে, উনি সেই কাজে ব্যয় করতেন।

রাফেজী বা শিয়াদের গ্রহণযোগ্য কিতাব "উসুলে কাফী" নামক কিতাবে বাবুল ইলমে ওয়াল মুতায়াল্লিম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءُ وَاَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ اَوْرَثُوْا الْعِلْمَ. فَمَنْ اَخَذَهُ مِنْهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَاَفِرٍ.

একি কিতাবে 'বাবু সিফাতিল ইলমে" অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعُلَمَاءِ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَاِنَّمَا اَوْرَثُوْا اَحَادِيْثَ مِنْ اَحَادِ يْثِهِمْ فَمَنْ اَخَذَهُ بِشَئٍّ مِنْهَا فَقَدْ اَخَذَ خَظًّا وَاَفِرًا.

অর্থাৎ নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ, নিশ্চয় নবীগণ কোন দিনার-দিরহাম রেখে যাননি। উনারা ইলমে দ্বীন রেখে গেছেন। (দ্বিতীয় হাদীসে রয়েছে) নবীগণ উনাদের হাদিস সমূহ রেখে যান, যারা ইলমের অংশ গ্রহণ করেন, তারা পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

এই হাদীসদ্বয় ইমাম জাফর সাদিক (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত যিনি আওলাদে মোস্তফাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রাফেজী-শিয়াদের আরেকটি আপত্তিঃ হাদিসে কিরতাস নিয়ে, তার সমাধানঃ শিয়ারা বলে, রাসুল (ﷺ) এর ওফাতের পূর্বে যখন বেশী ব্যাথা অনুভব করছিলেন, তখন বলছিলেন আমাকে (কাগজ দাও কলম দাও) কলম দাওয়াত দাও আমি কিছু লেখে দি, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) বলেন, রাসুল (ﷺ) এর এখন খুব কষ্ট হচ্ছে দাওয়াত কলম দিও না। তোমাদের জন্য আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদ যথেষ্ট। সাহাবাগণ দাওয়াত কলম দেওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য হয়ে যায় এক পর্যায়ে আওয়াজ বড় হয়ে গেলে রাসুল (ﷺ) উনাদেরকে সরে যাওয়ার

আদেশ দেন। এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা পাওয়া যাবে। যেমন-

عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الخَمِيْسِ اِشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ اِيْتُوْنِيْ بِكَتِفٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تُضِلُّوْا بَعْدِى اَبَدًا فَتَنَا زَعُوْا وَلَايَنْبَغِىْ عِنْدَهُ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا مَاشَانُهُ اَهَجَرَ اِسْتَفْهَمُوْهُ فَذَهَبُوْا يَتَرَدُّوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُوْنِىْ ذَرُوْنِىْ فَالَّذِىْ اَنَافِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ فَاَمَرَهُمْ بِثَلٰثٍ فَقَالَ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ العَرَبِ وَاَجِيْزُوْا الوَفْدَ بِنَحْوِمَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ۔ (بخارى-٣١٦٨)

অর্থাৎ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাদ্বি:) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি:) বৃহস্পতিবার রাসুল (ﷺ) এর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি বলেন আমার জন্য হাঁড় নিয়ে আস আমি তোমাদের জন্য লিখে দি, যাতে এরপর তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। অতপর সাহাবীগণ পারস্পরিক মতানৈক্য হয়ে গেলেন লিখার জন্য রাসুলদেরকে কিছু দিবে কি না। অথচ নবীজির সামনে মতানৈক্য সমুচিত নয়। কিছু মানুষেরা বলেন, রাসুল (ﷺ) এর কি হল, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার কি সময় এসে গেল? তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও। কিছু সাহাবীগণ লিখার প্রসঙ্গে তাঁর থেকে জিজ্ঞাস করা আরম্ভ করলেন। হুজুর (ﷺ) বললেন, আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমি আমার অবস্থায় উত্তম আছি ঐ অবস্থা থেকে যে দিকে তোমরা আমাকে আহবান করছ। অতপর তিনি তিনটি কাজ অসিয়ত করলেন, (১) মুশরেকদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও। (২) দল প্রতিনিধিদের পুরষ্কার দাও যেভাবে আমি দিতাম, তৃতীয় অসিয়তে নবীজি চুপ হয়ে গেলেন অথবা বর্ণনাকারী চুপ হয়ে গেলেন ভুলে যাওয়ার কারণে। (বুখারী হা: ৩১৬৮, মুসলিম)

দ্বিতীয় বর্ণনা :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّاحُضِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ عُمَرُ بنِ الخَطَّابِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلُمُّوْا اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الوَجْعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ فَاِخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا اللَّغَطَ وَالِاخْتِلَافُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا عَنِّىْ۔ (بخارى-مسلم, مشكوة ص ٥٤٨)

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) বলেন, রাসুল (ﷺ) বলেন, এর ওয়াফাতের সময় যখন কাছাকাছি হয়ে গেল, হুজরা শরীফে অনেক মানুষ ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিঃ) ছিলেন। হুজুর (ﷺ) বলেন আমার জন্য কিছু নিয়ে আস আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দি, যাতে পরবর্তীতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) বললেন এখন রাসুল (ﷺ) এর কষ্ঠ বেশী হচ্ছে কিছু দিও না তোমাদের জন্য আল্লাহর কালাম যতেষ্ঠ। হুজরার মধ্যে মানুষের মতানৈক্য করা শুরু করলেন। কেউ কেউ বলেন রাসুল (ﷺ) এর সামনে লিখার জিনিস রাখ যাতে তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেন। কেউ কেউ হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) এর কথাটা বলা শুরু করলেন। মানুষের কথা বড় করে ফেললেন। মতানৈক্য বেশী হয়ে গেল। রাসুল (ﷺ) বলেন, আমার সামনে থেকে তোমরা উঠে যাও। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ৫৪৮ পৃষ্ঠা)

শিয়ারা বলে রাসুল (ﷺ) আসলে হযরতে আলীর খিলাফতের কথা লিখে দিতে চেয়েছিলেন হযরত ওমর লিখতে দেয়নি, এটা আহলে বাইয়াতের উপর বড় জুলুম করেছি। হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) রাসুল (ﷺ) এর কথা অমান্য করেছেন। এটা উত্তর জেনে রাখা প্রত্যেকই প্রয়োজন মনে করছি। উল্লেখিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় এই বাধার উপর শুধু ওমর (রাদ্বিঃ) আরো অনেক সাহাবী ছিলেন। কারণ ঐ সময় যারা রাসুল (ﷺ) এর কামরায় ছিলেন, তারা দু'গ্রুফ হয়ে গেছিলেন। হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রাদ্বিঃ) ও ছিলেন। উনারা তো চাইলে লিখার জন্য কিছু এনে দিতে পারতেন। উনারাতো আনলেন না এবং ঘটনা ঘটেছিল বৃহস্পতিবার আর হুজুর (ﷺ) ইন্তেকাল করেছিলেন সোমবার মধ্যখানে আরো কয়েকদিন ছিল এর মধ্যে চাইলে উনারা লিখার ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। কিন্তু করেন নি।

রাসুল (ﷺ) বলেছিল اِئْتُوْنِىْ بِقِرْطَاسٍ অর্থাৎ আমার জন্য কাগজ নিয়ে আস। এই হুকুমের মধ্যে শুধু ওমর (রাদ্বিঃ) ছিলেন না বরং যারা উপস্থিত ছিলেন সবাইকে বলা হয়েছিল। শুধু হযরত ওমরের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? হযরত ওমর রাসুল (ﷺ) এর কথাকে রদ বা ফিরিয়ে দেননি বরং রাসুল (ﷺ) এর প্রতি মুহাব্বত প্রকাশ করেছিলেন। রাসুল (ﷺ) এর অবস্থা দেখে তখন কিছু লিখা হুজুরের জন্য অনেক কষ্টের ব্যাপার ছিল। হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) হুজুর (ﷺ) এর প্রতি আদব দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন তোমাদের জন্য কুরআন যথেষ্ট। মূলত

হযরত ওমর কুরআনের আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى আয়াতের দিকে ইশারা করেছিলেন এবং বলেছিলেন حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ তোমাদের জন্য কিতাবুল্লাই যথেষ্ট।

তাই হযরতে ওমর (রাদ্বিঃ) কে দোষারূপ করা উচিৎ না। অথচ কোরআনের বহু আয়াত হযরত ওমরের ইচ্ছা অনুযায়ী নাযিল হয়েছিল। রাসুল (ﷺ) এর স্ত্রীগণের পর্দার ব্যাপারে, বদরের যুদ্ধের কয়েদিদের ব্যাপারে, মকামে ইব্রাহিমকে মুসাল্লা বানাবার ক্ষেত্রে উনার মত অনুযায়ী নাযিল হয়েছিল।

যদি বলা হয় হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) রাসুল (ﷺ) এর কথা অমান্য করেছেন তাহলে যাকে প্রথম খলিফা বানাবার জন্য তাদের এই আপত্তি, উনার ব্যাপারে কিছু হাদিস পেশ করা হল তাদের জাওয়াবে, হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর শানে বেয়াদবী করার জন্য নয়। এটা বুঝাবার জন্য এরকম বহু কাজ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হয়েছে, শুধু হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) এর ব্যাপারে নয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে- রাসুল (ﷺ) হযরত আলী ও ফাতেমা (রাদ্বিঃ) এর বাড়ীতে রাতের বেলায় তশরিফ নিয়ে গেলে উনাদেরকে ঘুম থেকে জাগালেন এবং বললেন উঠ তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে নাও এবং বললেন- قُوْمَا فَصَلِّيَا উত্তরে হযরত আলী বললেন- وَاللّٰهِ لَا نُصَلِّىْ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا অর্থাৎ- খোদার শপথ আমাদের উপর যা ফরজ এগুলো ছাড়া অন্য নামাজ পড়ব না। অতপর রাসুল (ﷺ) ফিরে চলে গেলেন এবং বললেন- كَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ- প্রত্যেক জিনিসের চেয়ে মানুষ একটু ঝগড়ালো হয়। এই ক্ষেত্রে কি বলা যাবে? হযরত আলী (রাদ্বিঃ) রাসুল (ﷺ) এর হুকুম অমান্য করেছেন?

বুখারী-মুসলিমের আরেকটি হাদিস নিম্নে পেশ করা হল-

সুল্‌হে হুদাইবিয়াতে হুজুর (ﷺ) ও কাফেরের মাঝে সন্ধি হচ্ছিল- সেই চুক্তিনামায় হযরত আলী (রাদ্বিঃ) নবীজির নামে رسول الله লিখলেন। মুশরিকরা আপত্তি করল, তারা বলল, উনাকে রাসুলুল্লাহ হিসেবে মানলে তার সাথে চুক্তি/সন্ধি কি প্রয়োজন? محمد بن عبد الله লিখতে হবে। হুজুর (ﷺ) হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কে বললেন- اُمْحُ رَسُوْلَ اللّٰه অর্থাৎ- রাসুলুল্লাহ মুছে দাও। হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বললেন, আমি এটা মুছতে পারব না। অতপর হুজুর (ﷺ) নিজের হাতেই মুছে দিলেন।

এখন কি বলা যাবে? হযরত আলী (রাদ্বি;) নবীজির আদেশ মানলেন না। কখনো না, এটাই মুহব্বত ও আদব।

ইমাম দাইলামী "ইরশাদুল কুলুব" নামক কিতাবে মুহাম্মদ বিন বাবুইয়্যা থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى فَاطِمَةَ سَبْعَةَ دِرْهَمٍ فَقَدْ غَلَبَهُمُ الْجُوْعِ فَاعْطَتْهَا عَلِيًّا وَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَكَ اَنْ تَبْتَاعَ لَنَا طَعَامًا فَاخَذَهَا عَلِيٌّ وَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِيَبْتَاعَ طَعَامَ لِاَهْلِ بَيْتِهِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ مَنْ يَقْرِضُ الْمَلِيِّ الْوَفِيِّ فَاعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ۔

অর্থাৎ হুযুর (ﷺ) হযরত ফাতেমা (রাদ্বিঃ) কে সাত দেরহাম দিলেন এবং বললেন এগুলো আলী (রাদ্বিঃ) কে দিবে এবং বলবে আমার আহলে বায়তের জন্য যেন খাবার নিয়ে আসে। কারণ, তারা খুবই ক্ষুধার্থ। অতপর ফাতেমা (রাদ্বিঃ) এগুলো হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কে দিলেন এবং বললেন নবীজি বলেছেন আপনি যাতে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসেন। হযরত আলী (রাদ্বিঃ) সেগুলো নিলেন এবং ঘর থেকে বের হলেন, খাবার নিয়ে আসার জন্য। অতপর শুনতে পেলেন একজন মানুষ বলতে লাগলেন এমন কোন বান্দা আছেন কি? যিনি সত্য ওয়াদা পূরণের শর্তে আমাকে কর্জ দান করবেন? অতপর হযরত আলী ঐ দিরহামগুলো কর্জ স্বরূপ দিয়ে দিলেন।

এবার বলা যাবে কি? হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কে নবীজি যে ব্যাপারে হুকুম দিয়েছেন তা তিনি অমান্য করেছেন? নবীজির পরিবারকে উপবাস রেখে অন্যজনকে দেরহাম দিয়ে দিলেন? না না কখনো বলা যাবে না। কারণ উনি নিজেদের উপর অন্যকে প্রধান্য দিয়েছেন। এটা ভাল কাজ এবং তিনি জানতেন একাজে নবীজি নিজেও হযরত ফাতেমাও সন্তুষ্টি হবেন।

উল্লেখিত হাদিস দ্বারা বুঝা গেল নবীজির সব কথা মানতেই হবে এরকম নই, নবীজি নিজেই বলেছেন-

اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ۔ (ابن ماجه۔٢)

নতুবা হযরত আলী (রাদ্বিঃ) তাহাজ্জুদের নামাজের ব্যাপারে ঐ রকম বলতেন না। রাসুলুল্লাহ মুছে দেওয়ার জন্যে বলার পরও তিনি মুছলেন না। খাবার কিনার জন্য যে দেরহাম দেওয়া হয়েছে তা কখনো অন্যকে দান করতেন না।

ঠিক অদ্রুপ হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) রাসুল (ﷺ) ইন্তিকালের পূর্বে কঠিন অবস্থায় নবীজির প্রতি মুহব্বত ও আদব দেখাতে গিয়েই দোয়াত কাগজ দিতে নিষেধ করেছিলেন। শিয়াদের আপত্তি ভিত্তিহীন ও বেঈমানী।

তারা বলে ঐ সময় নবীজি তার আহলে বাইতের জন্য খিলাফত লিখে দিতে চেয়েছেন। অথচ মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড ২৭৩ পৃষ্ঠার হাদিসে কি বলা আছে একটু দেখুন–

قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعِیْ لِیْ اَبَا بَكْرٍ وَاَخَاكِ حَتّٰی اَكْتُبَ لَهُمَا كِتَابًا فَاِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّتَمَنّٰی مُتَمَنٍّ وَیَقُوْلُ قَائِلٌ اَنَا اَوْلٰی وَیَابَی اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلَّا اَبَابَكْرٍ۔

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ) বলেন, আমাকে নবীজি (ﷺ) বলেন, তোমার বাবা ও ভাইকে ডাক, যাতে আমি তাদের জন্য ওসিয়ত নামা লিখে দি। আমার ভয় হচ্ছে অনেক আশাবাদীরা আশা করবে, যাদের বলার আছে বলবে, আমিই শ্রেষ্ঠ। অথচ আল্লাহ তায়ালা ও মুমিন বান্দা হযরত আবু বকর (রাদ্বিঃ) ছাড়া অন্যকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

স্পষ্ট হয়ে গেল, নবীজির ইন্তেকালের পূর্বে যা লিখতে চেয়েছিল এটা হযরত আলী (রাদ্বিঃ) জন্য খিলাফত নামা নয়। রাফেজীদের কথা ভিত্তিহীন ও বানাউট।

রাফেজী বা শিয়াদের আরো কিছু আক্বিদাঃ

শিয়াদের মতে পবিত্র কুরআনে 'সুরাতুল বেলায়েত" নামে একটি সূরা ছিল। এটা বিদ্বেষ স্বরূপ কেটে দিয়েছে। এমনকি তাদের একজন উল্লেখযোগ্য ইমাম নূরী তাবরুসী ফসলুল খেতাব নামক গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

یَاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِالنَّبِی وَبِالْوَلِیِّ بَعَثْنَاهُمَا یَهْدِیْكُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔

(ইরানী ইনকিলাব ২৭৮পৃষ্ঠা, শিয়া-সুন্নি ইখতিলাফ ২৬পৃষ্ঠা)

শিয়াদের মতে নিকাহে মুতা বা সাময়িক কিছু দিয়ে, কিছু দিনের জন্য বিয়ে জায়েজ, এমনকি এটা বড় পূর্ণের কাজ।

(ইসলাম আউর খোমেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৪৩৮ ইরানী ইনকিলাব ৮৯পৃষ্ঠা)

অথচ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এই বিয়ে জায়েজ থাকলেও নবীজি খাইবরের যুদ্ধ থেকে আসার সময় এটা নিষিদ্ধ করেছিলেন।

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ۔ (بخاری۔٢/٧٦٧)

অর্থাৎ শিয়াদের মতে তাকীয়া বা আসল উদ্দেশ্য গোপন করে মুখে ভিন্ন ধরণের মত প্রকাশ করা জায়েজ। তাকীয়াবাজী এটা শিয়াদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের জন্য খুবই জরুরী। (ইসলাম ও ঘোমেনী মাযহাব ৪৩৭পৃষ্ঠা)

সংক্ষেপে শানে সাহাবা

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা নবীজির সাহাবীদের শানে বহু আয়াত নাযিল করেছেন এবং বলেছেন শুধু সাহাবাগণ জান্নাতি নন বরং তাদের অনুস্বরণকারীরা ও জান্নাতি- ইরশাদ হচ্ছে-

السَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔ توبة ١٠٠

অর্থাৎ যারা ঈমান আনয়ন করতে গিয়ে অগ্রগামী হয়েছে মুহাজির হোক কিংবা আনসার এবং এই দু'দলেকে যারা সুন্দরভাবে অনুস্বরণ করবে, সবার উপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ উপর সন্তুষ্ট। (সূরা তওবা: ১০০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى۔ حدد۔١٠

যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করেছিলেন এবং জিহাদ করেছিলেন তাদের সাথে পরবর্তীতে যারা খরচ করেছেন এবং জিহাদ করেছেন উনাদের তুলনা হবে না। মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঈমানদানদের রয়েছে মহা বিনিময়, তবে সকল সাহাবীদের জন্য রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা। (হাদিদ: ১০)

হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করেন-

لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِىْ اَوْ رَاٰى مَنْ رَاٰنِىْ۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের চোখে আমাকে দেখে সাহাবী হয়েছে অথবা আমার সাহাবীকে দেখেছে তাকে কখনো জাহান্নামের আগুনে স্পর্শ করতে পারবে না। (তিরমিযি : ৩৮৫৮, তাবরানী : ৯৮৩)

নবীজি আরো বলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَذَاهُمْ فَقَدْ اَذَانِىْ وَمَنْ اَذَانِىْ فَقَدْ اَذَى اللّٰهَ وَمَنْ اَذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهُ۔

অর্থাৎ সাবধান! আমার সাহাবাগনকে তোমরা আমার ইন্তিকালের পরে সমালোচনার পাত্র বানিও না, যারা তাদেরকে ভালবাসে অবশ্যই আমার ভালবাসার কারণে তাদের প্রতি ভালবাসা, যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে নিশ্চয় আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ। যারা তাদেরকে কষ্ট দিবে, নিশ্চয় তারা আমাকে কষ্ট দেয়। যারা আমাকে কষ্ট দেয় মূলত তারা আল্লাহকে কষ্ট দেয়। যারা আল্লাহকে কষ্ট দেয় অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহ পাকড়াও করবেন। (তিরমিযি-৩৮৬২, মসনদে আহমদ-২০৫৪৯)

নবীজি আরো বলেন-

اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ۔

ترمذى-٣٨٦٦, طبرنى فى المعجم الوسط ٧٣٦٦

অর্থাৎ আমার কোন সাহাবীকে কেউ গালি দিলে সাথে সাথে তোমরা বলে দাও, তোমাদের এই খারাপ কাজে আল্লাহর অভিশাপ। (তিরমিযি-৩৮৬৬, তবরানী ফিল আউসাত-৮৩৬৬)

নবীজি বলেন-

مَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔ (طبرنى فى المعجم الكبير-١٢٧٠٩, مجم الزوائد-١٠/٢١م)

অর্থাৎ যারা আমার সাহাবীকে গালি দেয়, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশতাদের ও মানবজাতির অভিশাপ রয়েছে। (তাবরানী ফিল কাবীর-১২৭০৯, মজমুয়া যাওয়ায়েদ- ১০ম খন্ড ২১পৃষ্ঠা)

নবীজি এরশাদ করেন-

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ۔ (بخارى-٣٤٧٠, مسلم-٢٥٤٠, ترمذى-٣٨٦)

অর্থাৎ আমার সাহাবীদেরকে তোমরা গালি দিও না। তোমাদের কেউ যদি ওহুদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর তা হলে তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ খরচ করার সমপরিমাণ নেকী পাবে না। (বুখারী-৩৪৭০, মুসলিম-২৫৪০, তিরমিযি-৩৮৬১)

সমস্ত সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন- كُلً وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى সবার জন্য জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।

কথা হল : আমীরে মুয়াবিয়া সাহাবী ছিল কি না?

শ্রেষ্ঠ মুফাচ্ছিরের অভিমত:

عَنْ اِبْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلٰى لِاِبْنِ عَبَّاسٍ فَاَتٰى اِبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّهُ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ۔ (بخاری۔٣٥٥٣)

অর্থাৎ হযরত ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, হযরত মুয়াবিয়া এশার পর এক রাকাআতের বিতির করেন, তার সাথে ইবনে আব্বাসের গোলাম ও ছিলেন। অতপর ঐ গোলাম ইবনে আব্বাসকে হযরত মুয়াবিয়ার ব্যাপারে যখন কিছু বললেন। ইবনে আব্বাস বলেন, রাখ উনার শানে উল্টা কিছু বলিও না। তিনি নবীজির সাহাবী। (বুখারী-৩৫৫৩)

هَلْ لَكَ فِىْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ؟ فَاِنَّهُ مَا اَوْتَرَ اِلَّا وَاحِدَةً قَالَ اَصَابَ اِنَّهُ فَقِيْهٌ۔ (بخاری۔٣٥٥٤)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাসকে যখন আমীরুল মু'মিনিন মুয়াবিয়ার ব্যাপারে বললে, অর্থাৎ তিনি বিতরের নামাজ এক রাকাআত পড়তেন, তখন ইবনে আব্বাস বলেন, তিনি সঠিক করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি ফকিহ ছিলেন। (বুখারী-৩৫৫৪)

অর্থাৎ- তিনি দু'রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলাতেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া ছাহাবী এবং ফকিহ ছিলেন। আর ফকিহ বলা হয়-

هُوَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ۔ (تطهير الجنان۔٢١)

অর্থাৎ অর্থাৎ- সাহাবী ও পরবর্তীদের মতে ফকিহ হলেন, সাধারণ মুজতাহিদ। যার কাছে কুরআন সুন্নাহ থেকে গভেষণা করে মাসআলা বের করার ক্ষমতা থাকে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلٰوةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِىَ ﷺ فَمَا رَاَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (بخارى-٥٦٢)

অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া বলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন নামাজ পড়তেছ অথচ আমরা নবীজির সাহাবী, নবীজিকে কখনো দেখিনি এই নামাজ পড়তে অর্থাৎ আছরের পর দু'রাকাআত। (বুখারী-৫৬২)

স্পষ্ট হয়ে গেল- হযরত আমীরে মুয়াবিয়া সাহাবীয়ে রাসুল (ﷺ) ছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়ার জন্য নবীজি (ﷺ)'র দোয়া:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ اَبِىْ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِبِهٖ. (ترمذى-٤٢١٣, مشكوة ص- ٥٧٩)

অর্থাৎ আবদুর রহমান ইবনে আবি ওমাইরা বলেন, আমীরে মুয়াবিয়া নবীজির সাহাবী ছিলেন এবং নবীজি উনার জন্য দোয়া করেছেন। হে আল্লাহ তুমি মুয়াবিয়াকে হেদায়াতকারী বানিয়ে দাও। (তিরমিযি-৪২১৩, মিশকাত-৫৭৯পৃষ্ঠা)

عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىْ قَالَ لَمَّا عَزِلَ عُمَرُ بنِ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بنِ سَعِيْدٍ عَنْ حِمَصٍ وَلّٰى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ النَّاسُ عَزَلَ عُمَيْرًا وَلّٰى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُمَيْرُ لَا تَذْكُرُوْا مُعَاوِيَةَ اِلَّا بِخَيْرٍ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِهْدِبِهٖ. (ترمذى- ٤٢١٤)

অর্থাৎ হযরত আবু ইদ্রিস খাওলানী বলেন, যখন হযরত ওমর (রাদ্বি:) ওমাইর বিন সাঈদকে বরখাস্ত করে হযরত মুয়াবিয়াকে হিমাসের গভর্ণর বানালেন। মানুষেরা হযরত ওমাইরকে বললেন, আপনাকে বরখাস্ত করে মুয়াবিয়াকে গভর্ণর বানালেন? তখন তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়ার ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। কারণ আমি নবীজির থেকে শুনেছি। হে আল্লাহ মুয়াবিয়াকে হেদায়তকারী বানিয়ে দাও। (তিরমিযি-৪২১৪)

রাসুল (ﷺ) আরো দোয়া করেন-

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَمَكِّنْ لَهُ فِىْ الْبِلَادِ وَقِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ. (بزار-احمد-طبرانى- رجالها ثقات, فضائل الصحابة لامام احمد- ٢/٩١٣, اسناده صحيح)

অর্থাৎ হে আল্লাহ মুয়াবিয়াকে লিখা ও অংক শিক্ষা দাও। তার জন্য শহরের স্থান করে দাও। তাকে আজাব থেকে রক্ষা কর। (বায্যাব, আহমদ, তাবরানী- এই হাদীসের বর্ণনাকারী সব মজবুত, ফাদায়েলুস সাহাবা ২য় খন্ড ৯১৩ পৃষ্ঠা)

আমীরে মুয়াবিয়া কাতেবে ওহিদের মধ্যে অন্যতমঃ

كَانَ مُعَاوِيَةُ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ ـ(مسلم)

অর্থাৎ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাসুল (ﷺ) এর সামনে লিখতেন। (মুসলিম)

قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ كَانَ مُعَاوِيَةُ مِنْ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ حُسْنِ الكِتَابَةِ فَصِيْحًا حَلِيْمًا وَقُوْرًا۔

অর্থাৎ আবু নুঈম বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রাসুল (ﷺ) এর লিখকদের মধ্যে অন্যতম এবং তার লিখা খুব সুন্দর ছিল, ভাষাও বিশুদ্ধ ছিল বড় ধৈর্য্যশীল ছিলেন।

وَقَالَ الْمَدَائِنِى كَانَ زَيْدُ بنِ ثَابِتٍ يَكْتُبُ الوَحِىَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَرَبِ فَهُوَ اَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ۔

অর্থাৎ হযরত মাদায়েনী বলেন, যায়েদ বিন সাবেত (রাদ্বিঃ) ওহি লিখতেন। আর মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) রাসুলের পক্ষ থেকে আরবের বিভিন্ন রাজাদের কাছে চিঠি লিখতেন। তিনি রাসুল (ﷺ) এর আমীন বা আমানতদার ছিলেন।

نَقَلَ الْقَاضِىُ عَيَاضٌ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِمُعَافِىْ بنِ عِمْرَانَ اَيْنَ عُمَرُ بنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ لَايُقَاسُ بِاَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدٌ۔ مُعَاوِيَةُ صَاحِبُهُ وَصَهْرُهُ وَكَاتِبُهُ وَاَمِيْنُهُ عَلٰى وَحْيِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ ইমাম কাযী আয়ায বর্ণনা করেন, একজন মানুষ মওয়াফী বিন ইমরানকে বললেন- হযরত মুয়াবিয়া শ্রেষ্ঠ না হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ শ্রেষ্ঠ? একথা শুনে মুওয়াফি রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, নবীজির কোন সাহাবীর সাথে কাউকে অনুমান করা যাবে না। হযরত মুয়াবিয়া রাসুল (ﷺ) এর সাহাবী, শেলক, লিখক ও আমানতদার ছিলেন বিশেষ করে ওহীর ক্ষেত্রে।

হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) রাসুল (ﷺ) এর গোপন তথ্যের মালিক ছিলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْحَمُ اُمَّتِیْ بِاُمَّتِیْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَقْوَاهُمْ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ عُمَرُ. وَاَشَدُّهُمْ حَیَاءً عُثْمَانُ, وَاَقْضَاهُمْ عَلِیٌّ, لِكُلِّ نَبِیٍّ حَوَارِیٌ وَحَوَارِیْ طَلْحَةُ. وَالزُّبَیْرُ وَحَیْثُمَا كَانَ سَعْدُ بْنِ اَبِیْ وَقَّاصٍ كَانَ الْحَقُّ مَعَهُ. وَسَعِیْدُ بْنِ زَیْدٍ اَحَدُ الْعَشَرَةِ مِنْ اَحِبَّاءِ الرَّحْمٰنُ. وَعَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنِ عَوْفٍ مِنْ تُخَّارِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ عُبَیْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ اَمِیْنُ اللّٰهِ وَاٰمِیْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَصَاحِبُ سِرِّیْ مُعَاوِیَةُ بْنِ اَبِیْ سُفْیَانَ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَقَدْ نَجَا وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَقَدْ هَلَكَ. (ملّا علی فی سیرته. المحب الطبری فی ریاضة. تطهیر الجنان. ١٣)

রাসুল (ﷺ) বলেন আমার উম্মতের ব্যাপারে অতি দয়ালু হলেন- আবু বকর, দ্বীনকে সবচেয়ে শক্তিশালীকারী ওমর, তাদের মধ্যে অতি লজ্জাশীল ওসমান, তাদের মধ্যে বড় ফয়সালাকারী আলী, প্রত্যেক নবীর সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী ত্বলহা ও যুবাইর, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস যে দিকে হক সেদিকে। যায়েদ আল্লাহর প্রিয় দশজনের একজন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ আল্লাহ তায়ালার ব্যবসায়ীদের একজন, আবু ওবাইদা ইবনে জার্‌রাহ আল্লাহ ও তার রাসুল (ﷺ) এর আমীন, আমার গোপন তথ্যের মালিক হল মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান। যারা তাদের ভালবাসবেন অবশ্যই নাজাত পাবেন। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। (মোল্লা আলী তার সিরাতে, মুহিব ত্বরী তার বিয়াদাতে, তত্বহীরুল জিনানে ১৩ পৃষ্ঠা, মিশকাত)

তিনি আল্লাহ ও রাসুল (ﷺ) এর প্রিয় ছিলেনঃ

اِنَّهُ ﷺ دَخَلَ عَلٰى زَوْجَتِهِ اُمِّ حَبِیْبَةَ وَرَاْسُ مُعَاوِیَةَ فِیْ حُجْرِهَا. فَقَالَ لَهَا اَتُحِبِّیْهِ قَالَتْ وَمَالِیْ لَااُحِبُّ اَخِیْ فَقَالَ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ یُحِبَّانِهِ. (تطهیر الجنان.١٤)

অর্থাৎ একদা রাসুল (ﷺ) আপন বিবি হযরত উম্মে হাবীবার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন হযরত মুয়াবিয়ার মাথা তার কোলে ছিলেন, রাসুল (ﷺ) বলেন তুমি তাকে ভালবাস? তিনি বললেন আমার কি হল? আমি আমার ভাইকে ভালবাসব না? রাসুল (ﷺ) বলেন তাকে অর্থাৎ মুয়াবিয়াকে আল্লাহ তার রাসুল (ﷺ) ও ভালবাসেন। (তত্বহিরুল জিনান-১৪পৃষ্ঠা)

قَالَ ﷺ دَعُوْا اَصْحَابِیْ وَاَصْهَارِیْ فَاِنَّ مَنْ حَفِظَنِیْ فِیْهِمْ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ۔ تطهير الجنان۔١٤)

অর্থাৎ আমার সাহাবী ও আমার শ্যালককে উল্টা বলা থেকে আমাকে হেফাজত করিও। যারা তার শানমান রক্ষা করবে, আমার আল্লাহ তার জন্য হেফাজতকারী নির্ধারণ করে দিবেন। (তত্বহিরুল জিনান-১৪পৃষ্ঠা)

রাজত্বের ব্যাপারে রাসুল (ﷺ) এর শুভ সংবাদঃ

رَوَى اَبُوْ بَكْر بنِ اَبِی شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ اِلٰی مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ قَالَ زُلْتُ اَطْمَعُ فِیْ الْخِلَافَةِ مُنْذُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَلَكْتَ فَاحْسِنْ۔ مصف ابن ابی شيبة۔٦/٢٠٨ رقم ٣٠٧٠٦, تاريخ دمشق الكبير رقم۔١٣٥١٦)

অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া বলেন, সেই দিন থেকে আমার রাজত্বের প্রতি আশা সৃষ্টি হয়। যেদিন রাসুল (ﷺ) আমাকে বলেছিলেন, তুমি যখন রাজা হবে ইহসান করিও। (মুসান্নিফে ইবনে আবী শায়বা-৩০৭০৬, তারিখে দামেষ্ক কবির-১৩৫১৬)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَظَرَ اِلَّی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ اِنْ وُلِّيْتَ اَمْرًا فَاتَّقِ اللّٰهَ وَاعْدِلْ۔ (مسند ابی يعلی)

অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া বলেন, নবীজি (ﷺ) আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে মুয়াবিয়া তুমি যখন রাজা হবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ইনসাফ কায়েম করবে। (মুসনদে আবি ইয়ালা)

قَالَ مُعَاوِيَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ تَوَضَّئُوْا فَلَمَّا تَوَضَّئُوْا نَظَرَ اِلَیَّ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ اِنْ وُلِّيْتَ اَمْرًا فَاتَّقِ اللّٰهَ وَاعْدِلْ۔ (مسند احمد, ابی يعلی, طبرانی فی المعجم الاوسط, تاريخ دمشق الكبير رقم۔ ١٣٥١٤)

একই অর্থের হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ هَذَا الْاَمْرِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُوْنُ مُلْكًا وَرَحْمَةً ثُمَّ تَكُوْنُ اِمَارَةً وَرَحْمَةً۔ (طبرانی, تطهير الجنان۔١٦)

অর্থাৎ নবীজি (ﷺ) বলেন, এ ধর্মের প্রথম অবস্থা নবুয়ত ও রহমত, তার পর খেলাফত ও রহমত, তারপর রাজত্ব ও রহমত, তারপর ইমারত ও রহমত। (তবরানী, তত্বহিরুল জিনান-১৬পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদিসে রাজত্ব ও রহমতের কথা আসছে সেই রাজত্ব হল আমীরে মুয়াবিয়ার।

হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) এর অভিমতঃ

اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا اُسْتُخْلِفَ بَعَثَ الْجُيُوْشَ اِلَى الشَامِ وَوَلَّاهَا يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَخَا مُعَاوِيَّةَ فَسَارَ مَعَهُ مُعَاوِيَّةُ فَلَمَّا مَاتَ يَزِيْدُ اُسْتُخْلِفَ اَخَاهُ مُعَاوِيَّةُ عَلٰى عَمَلِهِ فَاَقَرَّهُ عُمَرُ عَلٰى ذٰلِكَ مُدَّةَ خِلَافَتِهِ وَكَذٰلِكَ عُثْمَانُ فَمَكَثَ اَمِيْرًا نَحْوَ عِشْرِيْنَ سَنَةً وَخَلِيْفَةً عِشْرِيْنَ سَنَةً۔

অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাদ্বিঃ) যখন খলিফা হলেন, শাম রাজ্যে সেন্য প্রেরণ করলেন। তাদের অভিভাবক হিসেবে পাঠালেন ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে অর্থাৎ আমীরে মুয়াবিয়ার বড় ভাইকে। তিনি ভাইয়ের সঙ্গে শাম রাজ্যে যান। আর যখন ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান মারা যান, তার ভাই মুয়াবিয়া আমীর হিসেবে কাজ শুরু করেন। হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) তাকে আপন দায়িত্বে বহাল রাখেন এমনকি হযরত ওসমান (রাদ্বিঃ) ও দায়িত্বে বহাল রাখেন। তিনি আমীর হিসেবে বিশ বছর ও খলিফা হিসেবেও বিশ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

অর্থাৎ- হযরত ওমর ও ওসমান (রাদ্বিঃ) উনাকে বরখাস্ত করেন নি। উনি যদি অযোগ্য হতেন, অবশ্যই বরখাস্ত করতেন যেভাবে অনেককে বরখাস্ত করেছিলেন।

لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّامَ وَرَاى مُعَاوِيَّةَ قَالَ هٰذَا كِسْرَى الْعَرَبِ۔

হযরত ওমর (রাদ্বিঃ) যখন শাম রাজ্যে গেলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) কে দেখতে পেলেন এবং বললেন, এই মুয়াবিয়া আরবের 'কিসরা বাদশা'। (উসদ আল গাবাহ ৫ম খন্ড ৭০পৃষ্ঠা)

হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর অভিমতঃ

হযরত রুয়াইয়া (রাদ্বিঃ) বর্ণনা করেন, নবীজি (ﷺ) এর কাছে এক গ্রাম্য মানুষ এসে বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) আমার সাথে বলি খেলা খেলুন। হযরত

মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) তার সামনে দাড়িয়ে বলেন, আমার সাথে খেল, অতপর ঐ গ্রামের মানুষ উনার সাথে বলি খেলা খেললে হযরত মুয়াবিয়া তাকে পরাজিত করে দিলেন। রাসুল (ﷺ) খুশী হয়ে বললেন মুয়াবিয়া কখনো পরাজিত হবে না। সিফফিনের পর হযরত আলী বলেন, ঐ হাদিসটা আমার পূর্বে জানা থাকলে মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে যেতাম না। (তারিখে দামেস্ক আল কবির-১৩৪৬৫)

قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الكَرِيْمَ قَتْلَايِ وَقَتْلٰى مُعَاوِيَّةَ فِيْ الجَنَّةِ. (مضف ابن ابى شيبة.٣٧٨٦٩,كنز العمال.٣١٧٠٠,تاريخ دمشق الكبير.٦٢/٩٧

অর্থাৎ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বলেন, আমার পক্ষে ও মুয়াবিয়ার পক্ষে যারা যুদ্ধ করেছেন সবাই জান্নাতী। (মুসান্নফে ইবনে আবি শাইবা হাঃ ৩৭৮৬৯, কানযুল উম্মাল হাঃ ৩১৭০০, দামেস্কে কাবীর ৬২ খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)

وَكَانَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْدَ نِهَايَةِ الجَوْلَاتِ الحَرْبِيَّةِ فِيْ صِفِّيْنَ يَتَفَقَّدُ القَتْلٰى وَقَدْ وَقَفَ عَلٰى قَتْلَاه. وَقَتْلٰى مُعَاوِيَّةَ فَقَالَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ, غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ لِلْفَرِيْقَيْنِ جَمِيْعًا. (خلافة على بن ابى طالب, عبد الحميد على ص ٢٥٠)

অর্থাৎ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) সিফফিনের যুদ্ধের পরে লাশগুলো তালাশ করছিলেন, উনার পক্ষের ও হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) পক্ষের শহীদদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন- আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুক। (আবদুল হামিদ আলী স্বরচিত খেলাফতে আলী ইবনে আবি ত্বলিব ২৫০ পৃষ্ঠা)

عَنْ يَزِيْدَ بنِ الاَصَمِ قَالَ لَمَّا وَقَعَ الصُلْحُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَّةَ خَرَجَ عَلِيٌّ فَمَشٰى فِيْ قَتْلَاهُ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ فِى الجَنَّةِ ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى قَتْلٰى مُعَاوِيَّةَ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ فِى الجَنَّةِ. (مصنف بن ابى شيبة ١٥/٣٠٣)

অর্থাৎ ইয়াজিদ বিন আছেম (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন হযরত আলী এবং মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর মধ্যখানে সমঝোতা হয়ে গেল, হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বের হয়ে উনার পক্ষের শহীদের সামনে দাড়ালেন এবং বললেন এরা সবাই জান্নাতী। অতপর হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ)'র পক্ষের শহীদদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন এরা সবাই জান্নাতী। (মুসান্নেফে ইবনে আবী সাইবা ১৫ খন্ড ৩০৩ পৃষ্ঠা)

وَكَانَ يَقُوْلُ عَنْهُمْ : هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ. (تاريخ دمشق ١/٣٣١, خلافة على ص ٢٥١)

অর্থাৎ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) উভয় পক্ষের শহীদদেরকে বললেন, এরা সবাই মু'মিন। (তারিখে দামেস্ক ১ম খন্ড ৩৩১ পৃষ্ঠা, খেলাফতে আলী ২৫১পৃষ্ঠা)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَا تَكْرَهُوا اِمَارَةَ مُعَاوِيَّةَ فَوَا اللّٰهِ لَئِنْ فَقَدْتُمُوْهُ لَتَرَوْنَ رُؤُوْسًا تَنْدِرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَاَنَّهَا الْخَنْظَلُ۔ (تاريخ دمشق ١٢/١٠٥)

অর্থাৎ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমরা হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর রাজত্বকে অপছন্দ করিও না। আল্লাহর শপথ করে বলছি তোমরা যদি উনাকে হারিয়ে ফেল পরবর্তী যুবক রাষ্ট্র প্রধানকে খুব দুর্বল দেখতে পাবে। (তারিখে দামেস্ক ১২ খন্ড ১০৫পৃষ্ঠা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) অভিমতঃ

مَا رَاَيْتُ الْمَلِكَ اَعْلٰى مِنْ مُعَاوِيَّةَ۔ (بخارى فى تاريخه تطهير الجنان۔ ٢٤)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) বলেন, আমি হযরত মুয়াবিয়ায় মত শ্রেষ্ঠ রাজা দেখিনি। (বুখারী তার তারিখে, তত্বহিরুল জিনান- ২৪পৃষ্ঠা)

وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ مُعَاوِيَّةُ فَقِيْهٌ۔ (اسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن اثير۔ ٥/٧٠)

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) ফকিহ্ ছিলেন। (উসাদ আল গাবাহ ফি মা'রেফাতিস্ সাহাবা লে ইবনে আছির ৫ম খন্ড ৭০পৃষ্ঠা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বিঃ) অভিমতঃ

قَالَ اِبْنُ عُمَرَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَّةَ فَقِيْلَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ، عُمَرُ، عُثْمَانُ، عَلِيٌّ؟ فَقَالَ كَانُوْا وَاللّٰهِ خَيْرًا مِنْ مُعَاوِيَّةَ وَاَفْضَلَ وَمُعَاوِيَّةُ اَسْوَدُ۔ (اسد الغابة ٥/٧٠

অর্থাৎ ইবনে ওমর (রাদ্বিঃ) বলেন, আমি নবীজির পর নেতৃত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে হযরত মুয়াবিয়াকে দেখতে পাচ্ছি। উনাকে জিজ্ঞেস করা হল- তাহলে হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রাদ্বিঃ) কেমন ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন- উনারা সবাই মুয়াবিয়া থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে মুয়াবিয়া নেতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ। (উসদ আল গাবাহ ৫ম খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের অভিমতঃ

فَقِيْلَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَيُّمَا اَفْضَلُ مُعَاوِيَةُ اَمْ عُمَرُ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ؟ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّ الغُبَارَ الَذِىْ دَخَلَ فِىْ اَنْفِ فَرَسِ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ بِاَلْفِ مَرَّةٍ. صَلّٰى مُعَاوِيَةُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَمَا بَعْدُ هٰذَا الشَرَفِ الاَعْظَمِ.(تطهير الجنان-٢٢)

অর্থাৎ হে আবু আবদুর রহমান বলুন তো কার মর্যাদা বেশি হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার নাকি ওমর ইবনে আবদুল আযিযের? তিনি উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, খোদার শপথ! রাসুল (ﷺ) এর সাথে চলার সময় হযরত মুয়াবিয়ার ঘোড়ার সাথে নাকে ধূলাবালি লেগেছিল, সেগুলোও ওমর বিন আবদুল আযিযের থেকে এক হাজার বার উত্তম। হযরত মুয়াবিয়ার সাথে তুলনা কেমনে হবে?

তিনি আরো বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রাসুল (ﷺ) এর পিছনে নামাজ আদায় করতে গিয়ে রাসুল (ﷺ) যখন سمع الله لمن حمد বলতেন আর হযরত মুয়াবিয়া ربنا لك الحمد বলে যে ফজিলত অর্জন করেছেন। এই ফজিলতের সাথে কিভাবে তুলনা চলবে?

হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) পক্ষে হিংস্র প্রাণীর স্বাক্ষীঃ

اِنَّ عَوْفَ بنِ مَالِكٍ كَانَ قَائِلًا نَائِمًا بِمَسْجِدِ بِأَرِيْحَاءٍ فَانْتَبَهُ فَاِذَا أَسَدٌ يَمْشِى اِلَيْهِ فَاَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ صَهْ اِنَّمَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكَ بِرِسَالَةٍ لِتَبْلَغُهَا قُلْتُ مَنْ اَرْسَلَكَ؟ قَالَ اللّٰهُ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ لِتَعْلَمَ مُعَاوِيَةُ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الجَنَّةِ قُلْتُ مَنْ مُعَاوِيَةُ؟ قَالَ اِبْنُ سُفْيَانَ . (طبرانى, تطهير الجنان واللسان-١٢)

অর্থাৎ হযরত আউফ বিন মালেক বর্ণনা করেন, তিনি আরিহার মসজিদে দুপুরে আরাম করছিলেন। জেগে উঠে দেখছেন একটি সিংহ উনার দিকে হেঁটে আসতেছে। অতপর তিনি তার অস্ত্র হাতে নিয়ে নিলেন তাকে মারার জন্য। সিংহ উনাকে বলল, থামুন! আমাকে আপনার কাছে একটা চিঠি দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমি বললাম, তোমাকে কে পাঠিয়েছেন? সে বলল, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন একথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, হযরত মুয়াবিয়া একজন জান্নাতী

পুরুষ। আমি বললাম, কোন মুয়াবিয়া? বলল, আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া। (তাবরানী, তত্বহীরুল জিনান ১২ পৃষ্ঠা)

হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসঃ

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাসুল (ﷺ) থেকে ১৬৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ৬৩টি হাদিস ইমাম বুখারী ও মুসলিম ঐক্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে শুধু বুখারী বর্ণনা করেন ৪টি, ইমাম মুসলিম আলাদাভাবে বর্ণনা করেন ৫টি। (ইবনে হাজরের তত্বহিরুরল জিনান ওয়াল লিসান, আলাইসাবা ৩য় খন্ড ৪৩৩পৃষ্ঠা, আসাদুল গাবাহ ৪র্থ খন্ড ৩৮৫পৃষ্ঠা)

একটি হাদিসের ব্যাখ্যাঃ

হযরত মুয়াবিয়াকে দোষারূপ করার জন্য উনাকে বাগী বা রাষ্ট্রদ্রোহী বলার জন্য ঐ হাদিসকে পেশ করা হয় যা রাসুল (ﷺ) হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রাদ্বিঃ) জন্য বলেছেন।

تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ

অর্থাৎ- তোমাকে হত্যা করবে একটি বাগীদল।

আর তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর পক্ষে আমীরে মুয়াবিয়া বিপক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন। আর আমীরে মুয়াবিয়ার সৈন্যদের হাতে শহীদ হন। বিধায় আমিরে মুয়াবিয়া বাগী ছিলেন।

উল্লেখিত হাদিস ইমাম বুখারী ছাড়া অন্যরা বর্ণনা করেছেন, বুখারীতে রয়েছে আবু সাঈদ খুদুরী (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত এখানে রয়েছে হযরত আম্মার মানুষদেরকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দিবেন। আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। সেখানে- وَيْحَ عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ শব্দগুলো নেই। হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী বাযযারের সনদে সহীহ মুসলিমের শর্তে বর্ণনা করেন, হযরত আবু সাঈদ খুদুরী স্বীকার করেন। তিনি রাসুল (ﷺ) থেকে এ ধরণের বাণী শুনেন নি। সেই জন্য ইমাম বুখারীর বর্ণনায় নেই।

ইবনে হাজরের তাহকিক মোতাবিক নেই বর্ণনায় تقتلك الفئة الباغية রয়েছে এটা হাদিসের মধ্যে অতিরিক্ত ও মদরজ অর্থাৎ রাসুল (ﷺ) এর বাণী নয়।

আর হযরত আম্মার জান্নাতের দিকে ডাকবেন কথাটা মুশরেকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। (ফতহুলবারী ২য় খন্ড ১১২পৃষ্ঠা, ওমদাদুল ক্বারী ৪র্থ খন্ড ৩০৮পৃষ্ঠা)

আমীরে মুয়াবিয়া বাগী হলে হযরত আলী যুদ্ধ কখনো বন্ধ করতেন না কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلٰى أَمْرِ اللّٰهِ. (حجرات-٩)

অর্থাৎ বাগী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে না আসে। (হুজরাত-৯)

হযরত আলী যুদ্ধ বন্ধ করে এক কথা প্রমাণ করে দিলেন আমীরে মুয়াবিয়া বাগী ছিলেন না।

যারা বলে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) মুনাফিক। তাহলে তাদের জানা প্রয়োজন হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর বিরূদ্ধে যুদ্ধ তো হযরত আয়েশা, ত্বলহা ও জুবাইর (রাদ্বি;) ও করেছেন। আর ত্বালহা ও জুবাইর (রাদ্বিঃ) ও আশরায়ে মোবাশশিরার অন্যতম অর্থাৎ যাদেরকে নবীজি দুনিয়াতেই জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

আসলে উনার বিষয় ছিল সম্পূর্ণ খাত্বায়ে ইজতেহাদী বা গবেষনায় ভুল। যে ভুলের মধ্যেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াব বা পূর্ণ পাওয়া যাবে। যার কারণে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) নিজেই বলেছিলেন আমার ও মুয়াবিয়ার পক্ষের সকল শহীদ জান্নাতে যাবে।

বর্তমানে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) শানে কেউ উল্টা সিদা বললেই আমরা বুঝে নিতে পারব নিশ্চই এটা শিয়াদের ষড়যন্ত্রের জালে ফেসে গিয়েছে। নবীজি সকল সাহাবী নিজেই হেদায়াত প্রাপ্ত ও হেদায়তকারী সকল সাহাবী মকবুল ও গ্রহণযোগ্য। আর মকবুল সাহাবীদেরকে আমরা মানি বলে তারা বলতেই চাই যে রাসুল (ﷺ) এর কিছু কিছু সাহাবা মকবুল নয় এটা সম্পূর্ণ কুরআন সুন্নাহর বিপরীত।

ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) এর সাথে সন্ধিঃ

নবীজি বলেছেন আমার খিলাফত আমার ইন্তিকালের পর ত্রিশ বছর থাকবে। এরপরে রাজত্ব এসে যাবে। নবীজির ইরশাদ অনুযায়ী ছিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আজম, ওসমান যুননুরাইন, মওলা আলী (রাদ্বিঃ)।

মাওলা আলী শাহাদাতের সময় ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়নি। আরো ছয় মাস বাকী ছিল। সবাই মিলে খিলাফতের আসনে হযরত ইমাম হাছান (রাদ্বিঃ) কে বসায় দিলেন।

তিনি বাকী ছয় মাস সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে মানুষ আবার দু'ভাগ হয়ে যায়। একদল বলে, হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর পর আমীরে মুয়াবিয়া হক্বদার, উপযোগী। অন্য দল বলে না হযরত ইমাম হাছান আসনে আছেন তিনিই থাকবেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া হওয়ার আশংকা দেখা দিলে হযরত ইমাম হাছান বলেন, এখন খিলাফতের সময় নাই। এই রাজত্বের জন্য আমি যুদ্ধ করব না। আমি দামেষ্ক থেকে আমীরে মুয়াবিয়াকে ডাকব। উনি যদি আমার শর্ত মেনে নেয়, উনার সাথে সন্ধি করে আমি মদিনায় চলে যাব। এই ধরণের একটা পরিবেশ হবে নবীজি বহু আগে বলে গিয়েছেন। যেমন-

عَنْ اَبِیْ بَکْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ﷺ عَلَی الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اِلٰی جَنْبِهٖ یَنْظُرُ اِلَی النَّاسِ مَرَّةً وَاِلَیْهِ مَرَّةً وَیَقُوْلُ اِنَّ اِبْنِیْ هٰذَا سَیِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ یُصْلِحَ بِهٖ بَیْنَ فِئَتَیْنِ عَظِیْمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ (بخاری۔٣٥٣٦)

অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাদ্বিঃ) বলেন, আমি নবীজির থেকে শুনেছি তখন নবীজির পার্শ্বে হযরত হাছান বসা ছিলেন। তিনি একবার সাহাবীর দিকে দেখেন আবার নাতির দিকে দেখেন এবং বলেন আমার এই ছেলে সর্দার হবেন। আল্লাহ তায়ালা আমার এই ছেলে মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বড় দু'দলের মধ্যে সমঝোতা নিয়ে আসবেন। (বুখারী-৩৫৩৬)

আমীরে মুয়াবিয়া যদি খারাপ হতেন, উপযুক্ত না হতেন, ইমাম হাছান (রাদ্বিঃ) কখনো উনাকে রাজত্ব দিতেন না বরং যুদ্ধ করতেন। যেভাবে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিঃ) করেছিলেন এজিদের বিরূদ্ধে।

ঐ চুক্তি, সন্ধি ও সমঝোতার বছরকে عام الجماعة ঐক্যের বছর বলা হয়।

হযরতে আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) জান্নাতী:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ جَیْشٍ مِنْ اُمَّتِیْ یَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ اَوْجَبُوْا قَالَتْ اُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا فِیْهِمْ؟ قَالَ اَنْتِ فِیْهِمْ۔ (بخاری۔٢٩٢٤)

اَیْ فَعَلُوْا فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُمْ بِهِ الْجَنَّةُ۔ (فتح الباری٦/١٢١)

قَالَ الْمُهَلِّبُ بْنُ اَحْمَدَ اُنْدُلُسِیْ, مُصَنِّفُ شَرْحِ صَحِیْحِ الْبُخَارِیْ ٤٣٥ هجری فِیْ هٰذَا الْحَدِیْثِ مَنْقَبَةٌ لِمُعَاوِیَةَ لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ۔ (فتح الباری ٦/١٢٠)

অর্থাৎ রাসুল (ﷺ) হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাদ্বিঃ) এর ঘরে দুপুরের খাবার কবুল করে একটু বিশ্রাম করছিলেন, উঠে নবীজি (ﷺ) হাসছিলেন, উম্মে হারাম বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) নিশ্চয়ই আপনি ভাল স্বপ্ন দেখেছেন, নবীজি বললেন হ্যাঁ, আমি দেখেছি আমার উম্মত সমুদ্র পথে যুদ্ধে গিয়ে বিজয় লাভ করেছেন। নবীজি বললেন আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা সমুদ্রপথে যুদ্ধে যাবে তাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। উম্মে হারাম বললেন আমি কি তাদের সঙ্গে থাকতে পারব? রাসুল (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে। (বুখারী হাঃ ২৯২৪)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজর আল আসকালানী (রহঃ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ফতহুল বারীতে উল্লেখ করেন যারা ঐ যুদ্ধে যাবে তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আল্লামা মুলহিব ইবনে আহমদ উনদুলুচী (৪৩৫হিঃ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যার কিতাবে বলেন- এই হাদীসখানা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর মনকাবাত স্বরূপ। কারণ, তিনি সর্বপ্রথম সমুদ্র পথে জিহাদে গিয়েছিলেন।

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, নবী করীম (ﷺ) আমীরে মুয়াবিয়ার জান্নাতের শুভ সংবাদ অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা ও আসমা (রাদ্বিঃ) হযরত আবু বকর (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল (ﷺ) হাজরে আসওয়াদ ও মকামে ইব্রাহীম এর মধ্যখানে দোয়া করেন, হে আল্লাহ মুয়াবিয়ার শরীরকে দুযখের আগুন থেকে বাঁচাও। জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দাও। (তারিখে দামেষ্ক, আল কবির ৬২তম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বিঃ) বর্ণনা করেন, রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতি মানুষ আসবেন। অতপর হযরত মুয়াবিয়া আসলেন। (তারিখে দামেষ্ক আল কবির ৬২তম খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা)

হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর দানশীলতাঃ

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী তার মিরকাতে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ الْاِمَامَ حَسَنَ جَاءَ اِلٰى مُعَاوِيَّةَ فَقَالَ لَاُجِيْزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ اُجِيْزَ بِهَا اَحَدًا قَبْلَكَ وَلَا اُجِيْزُ بِهَا اَحَدًا بَعْدَكَ. فَاَعْطَاهُ خَمْسَ مِائَةِ اَلْفِ دِرْهَمًا. (الناهية.٢٧)

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিন বারিদা বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) যখন আমীরে মুয়াবিয়ার কাছে আসলেন, তিনি বলেন আমি আপনাকে এমন উপহার দিব ইতিপূর্বে কাউকে দিইনি। পরবর্তীতেও কাউকে দেওয়া হবে না। অতপর পাঁচ লক্ষ দেরহাম ইমাম হাসানকে দিলেন। (নাহিয়া-২৭পৃষ্ঠা)

ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) সন্ধি শেষে যখন মদিনার দিকে চলে যাচ্ছিলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) উনাকে তিন লক্ষ দেরহাম, এক লক্ষ পোষাক, ত্রিশটা গোলাম, একশত উঠ দিলেন। হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) সেগুলো নিয়ে মদিনায় ফিরে আসলেন। (শরহে সহীহ বুখারী ইবনে বত্তালের ৮ম খন্ড ৯৬-৯৭পৃষ্ঠা)

হযরত আলী (রাদ্বিঃ)'র ভাই আকিল বিন আবু তালেব (রাদ্বিঃ) সিফফিনের বছরে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) কাছে কিছু চাইলে উনি দিতে পারেন নি অবস্থার কারণে। অতপর আকিল (রাদ্বিঃ) হযরত মুয়াবিয়ার কাছে আসলে তিনি উনাকে এক লক্ষ দেরহাম দিলেন। (ইবনে আসাকির, সাওয়াযেক মুহরেক্বা ৮১পৃষ্ঠা)

একদা হযরত মুয়াবিয়া একটা অনুষ্ঠানে বলেন-

مَنْ اَنْشَأَشِعْرًا فِىْ مَدْحِ عَلِىٍّ كَمَا يَلِيْقُ بِهِ اَعْطَيْتُهُ بِكُلِّ بَيْتٍ اَلْفَ دِيْنَارٍ۔ لَمَّا اَنْشَدَ الشَّاعِرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ عَلِىٌّ اَفْضَلُ مِنْهُ۔ لَمَّا اَنْشَدَ عَمْرُو بنِ العَاصِ فَحَبَّهُ فَاعْطَاهُ سَبْعَ اَلْفِ دِيْنَارٍ۔ (نفائس الفنون لعلامة محمد بن محمود املى الناهية۔٢٩)

অর্থাৎ কে আছ হযরত আলীর শানে কবিতা লিখবে? তাহলে প্রতি লাইনে তাকে এক হাজার দিনার দিব। অতপর এক কবি একটা লাইন লিখলেন। হযরত মুয়াবিয়া বলেন, হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর চেয়েও উত্তম আর যখন আমর ইবনে আস কবিতা পাঠ করলেন হযরত আলী (রাদ্বিঃ) শানে। হযরত মুয়াবিয়া উনাকে ৭ হাজার দিনার দান করলেন। (নফাইসুল ফুনুন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ আমলী, নাহিয়া-২৯পৃষ্ঠা)

হযরত আলী (রাদ্বিঃ)'র শাহাদাতের খবর শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর অবস্থাঃ

لَمَّا جَاءَ خَبَرُ قَتْلِ عَلِىٍّ اِلٰى مُعَاوِيَةَ جَعَلَ يَبْكِىْ, فَقَالَتْ لَهُ اِمْرَأَتُهُ أَتَبْكِيْهِ وَقَدْ قَاتَلْتَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّكِ لَا تَدْرِيْنَ مَا فَقَدَ النَّاسُ مِنَ الفَضْلِ وَالفِقْهِ وَالعِلْمِ۔ (البداية والنهاية ٨/١٣٣)

অর্থাৎ হযরত আলী (রাদ্বিঃ)'র শাহাদাতের খবর যখন আমীরে মুয়াবিয়ার কাছে আসে, তিনি কান্নাকাটি শুরু করলেন, উনার স্ত্রী উনাকে বললেন, যার সাথে আপনার যুদ্ধ হয়েছে উনার ইন্তেকালে আপনি এভাবে কাঁদছেন? তিনি (আমিরে মুয়াবিয়া) বললেন, তোমার ধ্বংস! তুমি জান না, মানুষ হারিয়ে ফেলেছে একজন মর্যাদাপূর্ণ, আলেম ও ফকিহ্ ব্যক্তি কে। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮ম খন্ড ১৩৩পৃষ্ঠা)

হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর অসিয়তঃ

لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ اَوْصٰى اَنْ يُّكَفَّنَ فِىْ قَمِيْصٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَسَاهُ اِيَّاهُ وَاَنْ يَّجْعَلَ مِمَّايَلِىْ جَسَدُهُ وَكَانَتْ عِنْدَهُ قَلَامَةُ اَظْفَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَوْصٰى اَنْ تَسْحَقَّ وَتَجْعَلَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَفِمِهِ وَقَالَ اِفْعَلُوْا ذٰلِكَ بِىْ۔لابن اثير اسد الغابة۔٤/ ٣٨٧)

অর্থাৎ যখন হযরত মুয়াবিয়া মৃত্যু কাছে এসে গেল। তিনি অসিয়ত করলেন, উনাকে ঐ জামা দিয়ে কাফন দেওয়া হবে যা রাসুল (ﷺ) উনাকে পরিধান করিয়েছিলেন এবং উনার কাছে রাসুল (ﷺ) নখের কর্তনকৃতগুলো রয়েছে এবং বলেন এগুলো আমার চোখে এবং মুখে দিবেন এবং বলেন আমার অছিয়ত যাতে পূর্ণ করা হয়। (ইবান আছির উসদ আল গাবাহ ৪র্থ খন্ড ৩৮৭পৃষ্ঠা)

বুজুর্গানে দ্বীনের অভিমত

ইমামে আজমের ইরশাদঃ

ইমামে আজম নু'মান বিন সাবিত (রাদ্বিঃ) এর প্রসিদ্ধ কিতাব "ফিকহে আকবর" এর ৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা রয়েছে-

فَنَتَوَلَّا هُمْ جَمِيْعًا وَلَا نَذْكُرُ الصَّحَابَةَ اِلَّا بِخَيْرٍ

অর্থাৎ আমরা আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মুহাব্বত রাখি এবং উনাদের ভাল দিক ছাড়া আমরা অন্য আলোচনা করি না।

এই কিতাবের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) লিখেন-

وَاِنْ صَدَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ بُغْضٌ مَا صَدَرَ فِىْ صُوْرَةِ شَرٍّ فَاِنَّهُ كَانَ عَنْ اِجْتِهَادٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلٰى وَجْهِ فَسَادٍ

অর্থাৎ যদিও বা কিছু সাহাবীর সাথে অন্য সাহাবীর প্রকাশ্যভাবে খারাপ দেখা গিয়াছে কিন্তু ইজতেহাদী ভূল ছিল, ফাসাদ উদ্দেশ্য ছিল না।

গাউসে আজম (রাদ্বিঃ) এর ইরশাদঃ

হুজুর গাউসুল আজম দস্তগীর (রাদ্বিঃ) এর প্রসিদ্ধ কিতাব "গুনিয়াতুত্ ত্বালেবিন" কিতাবের ১৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা হয়েছে-

وَيَعْتَقِدُ اَهْلُ السُّنَّةِ اَنَّ اُمَّةَ مُحَمَّدٌ خَيْرُ الْاُمَمِ وَاَفْضَلُهُمْ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ الَّذِيْنَ شَاهَدُوْهُ

অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের আক্বিদা উম্মতে মুহাম্মদী (ﷺ) শ্রেষ্ঠ উম্মত, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন যারা কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং নবীজিকে দেখছেন।

একি অধ্যায়ে খিলাফতের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন-

ثُمَّ وَلّٰى مُعَاوِيَّةُ تِسْعَ عَشَرَ سَنَةً وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَّاهُ عُمَرُ الْاِمَارَةَ عَلٰى اَهْلِ الشَّامِ عِشْرِيْنَ سَنَةً-

অর্থাৎ অতপর খিলাফত/রাজত্বের দায়িত্বে আমীরে মুয়াবিয়া হলেন এবং উনিশ বছর ছিলেন, ইতিপূর্বে হযরত উমর (রাদ্বিঃ) উনাকে শাম রাজ্যে হাকিম হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই দায়িত্বে বিশ বছর ছিলেন।

গাউসে পাক ঐ কিতাবের ১৭৫ পৃষ্ঠায় হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর যুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

وَاَمَّا قِتَالُهُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ فَقَدْ نَصَّ الْاِمَامُ اَحْمَدُ عَلَى الْاِمْسَاكِ عَنْ ذٰلِكَ وَجَمِيْعُ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ مُنَازَعَةٍ وَمُنَافَرَةٍ وَخُصُوْمَةٍ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُزِيْلُ ذٰلِكَ مِنْ بَيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى- وَنَزَعْنَا مَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ-

وَلِاَنَّ عَلِيًّا كَانَ عَلَى الْحَقِّ فِىْ قِتَالِهِمْ فَمَنْ خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ بَعْدَ وَنَاصِبَهُ حَرْبًا كَانَ بَاغِيًا خَارِجًا عَنِ الْاِمَامِ فَجَازَ قِتَالُهُ وَمَنْ قَاتَلَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ طَلَبُوْا اَثَارَ عُثْمَانَ خَلِيْفَةِ حَقِّ الْمَقْتُوْلِ ظُلْمًا وَالَّذِيْنَ قَتَلُوْا كَانُوْا فِىْ عَسْكَرِ عَلِيٍّ فَكُلٌّ ذَهَبَ اِلٰى تَاوِيْلٍ صَحِيْحٍ-

অর্থাৎ হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর সাথে হযরত ত্বলহা, যুবাইর, আয়েশা, মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) যুদ্ধের ব্যাপারে হযরত ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তাদের কোন সমালোচনা করা যাবে না। তাদের মধ্যে যা হয়েছে এগুলো আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমাধান করে দিবেন। কুরআনে পাকে রাব্বুল আ'লামীন ঘোষনা দিয়েছে জান্নাতীদের অন্তরে একে অপরের প্রতি যে বিদ্বেষ ছিল (দুনিয়াতে) এগুলো দূরবিত করে দিবেন।

কেননা, হযরত আলী (রাদ্বিঃ) ছিলেন হক্বের উপর। ঐ সমস্ত সাহাবীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা উনার জন্য জায়েজ ছিল, যে কেউ উনার অনুগত্য থেকে সরে যাবে তার বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। তিনি তাই করেছিলেন।

আর যারা হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন হযরত ত্বলহা, যুবাইর, মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) ইনারা আসলে খলিফায়ে বরহক্ব হযরত উসমান (রাদ্বিঃ) এর হত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কারণ ঐ হত্যাকারীরা হযরত আলী (রাদ্বিঃ) দলের ভিতরে ডুকে পড়েছিলেন। এভাবে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

একই কিতাবের ১৭৬পৃষ্ঠায় হযরত মুয়াবিয়া রাজত্বের কথা বলতে গিয়ে বলেন-

اَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ اِبْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَثَابِتَةٌ صَحِيْحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ وَبَعْدَ صُلْحِ الْحَسَنِ اِبْنِ عَلِيٍّ نَفْسِهِ عَنِ الْخِلَافَةِ وَتَسْلِيْمًا اِلٰى مُعَاوِيَةَ لِرَاءِ رَاٰهُ الْحَسَنُ وَمُصْلِحَةٌ عَامَّةٌ تَحَقَّقَتْ لَهُ وَحَقْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ-

অর্থাৎ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া খিলাফত ও রাজত্ব শুদ্ধ ছিল হযরত আলী (রাদ্বিঃ) শাহাদাতের পর এবং ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) নিজেকে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে

সরিয়ে নেওয়ার পর এবং ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) মুয়াবিয়াকে সেই দায়িত্ব সুপর্দ করে একটা সাধারণ সমঝোতা ও মুসলমানদের রক্তপাত থেকে রক্ষা করেছেন।
তিনি ঐ কিতাবের ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেন-

وَاِتَّفَقَ اَهْلُ السُّنَّةِ عَلٰى وُجُوْبِ الكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالِاِمْسَاكِ عَنْ مَسَادِيْهِمْ وَاٰخْلَهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمُحَاسِنِهِمْ وَتَسْلِيْمِ اَمْرِهِمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى مَا كَانَ وَجَرٰى مِنْ اِخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَّةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَلٰى مَا قَدَّمْنَا بَيَانَهُ وَاِعْطَاءِ كُلِّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ جَاءُ وامِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِغْفِرْلَنَا۔

অর্থাৎ সকল আহলে সুন্নাত এই কথায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন, সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধের বিষয় থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে। উনাদের ফযিলত ও মর্যাদা আলোচনা করতে হবে। উনাদের ঐ বিষয় আল্লাহ তায়ালার উপর সুপর্দ করা হবে। যেমন হযরত আলী (রাদ্বিঃ) সাথে হযরত আয়েশা, ত্বলহা, যুবাইর, মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর যুদ্ধের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রত্যেক ফযিলত পূর্ণের ফজিলত বর্ণনা করা হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মুসলমান যারা সাহাবিদের পরে আসবে তারা বলবে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

কথা হল- যারা গাউসে পাক শেখ আবদুল কাদের জিলানীকে খুব বেশি মানে ও শ্রদ্ধা করে উনারা কি হযরত মুয়াবিয়ার বিরূদ্ধে কিছু বলতে পারে?

হযরত দাতা গঞ্জ বখশ্ (রহঃ)'র অভিমতঃ

সরতাজে আউলিয়া হযরত আলী হিজবীরী দাতা গঞ্জ বখ্শ লাহুরী (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ কিতাব "কাশফুল মাহজুব" এর ৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার কথা এভাবে উল্লেখ করেন-

একদিন একজন ফকির ইমাম হুসাইন (রাদ্বিঃ) এর কাছে আসে এবং বলেন হে আলে রাসুল আমি একজন সাংসারিক ফকির আজ রাতের জন্য আপনার কাছে রুটি চাইছিলাম। ইমাম হুসাইন (রাদ্বিঃ) বলেন, অপেক্ষা কর আমাদের রিযিক রাস্তায় আছে। ঐ রিযিক পৌছার সময় দাও। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। হযরত

আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বি:) এর পক্ষ থেকে পাঁচ থলে হাজার হাজার আশরাফী ভরপুর ছিল। আগত বান্দা বললেন, হযরত মুয়াবিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং বলেছেন এগুলো অল্প নাযরানা বা উপহার আপনার সাধারণ প্রয়োজন এগুলোর থেকে মিঠাইয়া দেন। এরপর এর চেয়ে অনেক বেশী উপহার উপস্থিত হবে। হযরত ইমাম হুসাইন (রাদ্বি:) ঐ ফকিরকে তালাশ করলেন এবং পাঁচ থলে আশরাফী সব দিয়েছিলেন।

দাতা গঞ্জ (রহ:) এটায় প্রমাণ দিলেন আহলে বায়তের প্রতি হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বি:) এর কি ধরণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল।

ইমামে রাব্বানীর অভিমত:

ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী শেখ আহমদ সরহিন্দ (রহ:) তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'মক্তুবাত' শরীফের ১ম খন্ড ৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

সমস্ত বেদআতী ফেরকার মধ্যে একেবারে নিকৃষ্ট ফেরকা হল, যারা রাসুল (ﷺ) রে সাহাবীদের প্রতি বিদ্ধেষ রাখে এবং উনাদেরকে কাফের বলে। কুরআনে বলা হয়েছে- ليغيظ بهم الكفار কুরআন, শরীয়তের প্রচার সাহাবায়ে কিরামরাই করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে দোষ প্রমাণ করলে কুরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলবে। সমস্ত শরীয়ত দোষনীয় হয়ে যাবে।

কিছু সামনে গিয়ে লিখেন, যে ঝগড়া, যুদ্ধ সাহাবীদের মধ্যে হয়েছিল এগুলো তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, নবীজির বৈঠকে উনাদেরকে পবিত্র করে দিয়েছেন।

এতটুকু জানতে হবে, সে যুদ্ধে হযরত আলী (রাদ্বি:) হকের উপর ছিলেন, উনার বিরোধিরা ভুলের উপর ছিলেন এবং এই ভুল ইজতেহাদী ছিল। যেটা গুনাহ হয় না বরং কোন প্রকার দোষারুপ করার ও সুযোগ নেই। এই ধরণের ভুলের মধ্যে ও নেকী রয়েছে।

মকতুবাত শরীফের ২য় খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠায় ইরশাদ করেন-

সাহাবায়ে কিরাম কিছু ইজতিহাদী বিষয়ে নবীজি (ﷺ) এর ও বিরোধ করেছিলেন, হুজুর (ﷺ) এর অভিমতের বিরোধ অভিমত পেশ করতেন, উনার এই মতানৈক্য দোষনীয় ছিল না। উনার এই কাজের বিরূদ্ধে কোন ওহি নাযিল হয়নি, সেই ক্ষেত্রে

হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বিরুদ্ধে ইজতেহাদী বিরোধ কিভাবে কুফর হতে পারে? এবং উনাদের বিরুদ্ধে কেন বলা হবে? হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিলেন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একটা বড় দল এবং জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত ছিলেন। উনাদেরকে কাফের বলা এবং দোষ বর্ণনা করা সাধারণ ব্যাপার না। কিছু সামনে গিয়ে ইমাম রাব্বানী লিখেন-

সহীহ বুখারী যেটা কুরআনের পর সহীহ কিতাব সে কথা শিয়ারাও মানে। শিয়াদের বড় আলিম আহমদ নিনতি থেকে শুনেছি সে বলে, কুরআনের পর বুখারী শরীফ বিশুদ্ধ কিতাব। ঐ কিতাবে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বিরোধ আচরণকারীদের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী হযরত আলী (রাদ্বিঃ) পক্ষের ও বিরোধের উপর হাদীস গ্রহণ যোগ্য বা পরিহার যোগ্য বলেন নি। ইমাম বুখারী (রহঃ) যেভাবে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর হাদিস গ্রহণ করে বর্ণনা করেছেন ঠিক হযরত মুয়াবিয়ার হাদিস ও গ্রহণ করে বর্ণনা করেছেন। দোষের সামান্য বিষয় থাকলে তিনি কখনো হাদিস গ্রহণ করতেন না।

যারা আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) বিরুদ্ধে কথা বলছে এরা কি ইমাম রাব্বানির চেয়েও বড় আলিম ও অলি?

আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমির বর্ণনাঃ

আল্লামী রুমী মসনভী শরীফে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) কে এই উম্মতের মামা লিখছেন এবং কারামত বর্ণনা দিয়েছেন। একদা ইবলিস উনাকে ফজরের নামাজের জন্য জাগায় দিলে তাকে ধরে ফেলেন এবং উনার সাথে ধোকাবাজি করার সুযোগ পায়নি।

আপনাদের কাছে অনুরোধ, যারা সুন্নি দাবি করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিঃ) এর বিরূদ্ধে কথা বলে এরা কি ইমামে আজম, গাউসে আজম, দাতা গঞ্জ, আরেফে রুমি, মুজাদ্দেদে আলফে সানি থেকে কি বেশি বুজে?

খারেজীদের ষড়যন্ত্রঃ

খারেজী কুফা বাসীদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক ইবাদত কারী। যারা হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর আনুগত্য স্বাকীর করা থেকে বের হয়েছিল। সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) ও আমীরে মুয়ারিয়া (রাদ্বিঃ) এর মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল, উভয় পক্ষ হযরত আবু মুছা আশআরী ও হযরত আমর ইবনুল আস (রাদ্বিঃ) কে ফয়সালকারী

হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন কুফার বার হাজার খারেজীরা-

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ- (مؤمن-١٢)

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ-

আয়াতগুলোর প্রকাশ্য অর্থের উপর ভিত্তি করে বলে, আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া কোন বান্দার ফয়সালাকে আমরা মানি না।

হযরত আলী (রাদ্বিঃ) বলেন, এদের কথা হক ও সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য বাতিল। ঐ খারেজীরা হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর খিলাফতের অস্বীকার করল। তাদের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করে দিল। এমনকি হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল। বাগদাদের নিকটতম একটি শহর 'নহর ওয়ান' শহরে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এদের অধিকাংশকে হত্যা করে দিলেন। তাদের মধ্যে অল্প কিছু মানুষ বেঁচে ছিল।

মূল কথা হল, সমঝোতার পর হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর খেলাফত আমীর মুয়াবিয়া ও তাদের অনুসারীরা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু খারেজীরা এই সমঝোতা ও ফয়সালার বিরোধ ছিল। বর্তমানেও ঐ খারেজীদের অনুসারী আমাদের মাঝে বিদ্যমান। রাসুল (ﷺ) তাদের আমল ও আক্বিদা কি ধরণের হবে তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে খারেজী কারা মুসলমান গণ ভালো করে ছিনে কিন্তু প্রকাশ্যে আমল দেখে তাদের ভক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের কে হেফজত করুক। খারেজী ও রাফেজী এর মধ্যপন্থা আক্বিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নী জামা'আতের উপর অটল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

=== o ===

তথ্যপুঞ্জি

১। কোরআন মাজীদ
২। বুখারী শরীফ
৩। মুসলিম শরীফ
৪। আবু দাউদ শরীফ
৫। তিরমিযি শরীফ
৬। নসাঈ শরীফ
৭। ইবনে মাযাহ শরীফ
৮। মোয়াত্তা লি-ইমাম মালেক
৯। তাবরানী মু'জিমুল আউসাত
১০। মাসতদরাক লিল হাকীম
১১। ছহিহ ইবনে হিববান
১২। ছহিহ ইবনে খুমাইমা
১৩। মসনদে আহমদ
১৪। সুনুনে কুবরা লি বায়হাকী
১৫। সুনুনে কুবরা লিন্ নাসাই
১৬। রযিন
১৭। খাছায়েছে আলী (রাদ্বিঃ) লিন্ নাসায়ী
১৮। মিশকাতুল মাসাবীহ
১৯। ফাদায়েলুস্ সাহাবা লি ইমাম আহমদ
২০। মানাকিবে ইবনে শহর আশুরা
২১। ইহতিজাজ
২২। নাহজুল বালাগাহ
২৩। শরহে ইবনে হাদিদ
২৪। উসুলে কাফি
২৫। মিহজাজুস্ সালেকিন
২৬। ইরশাদুল কুলুব
২৭। ইরানী ইনকিলাব
২৮। ইসলাম আউর ঘোমেনী
২৯। ফতুহুল কারী শরহে সহীহ বুখারী
৩০। ওমদাতুল কারী শরহে বুখারী
৩১। তাবরানী ফি মু'জিমুল কবির

৩২। মজমুয়া-এ-যাওয়ায়েদ
৩৩। বায্যাব
৩৪। আস্সাওয়ায়িক আল মোহরিকা
৩৫। তত্বহীরুল জিনান ওয়াল লিসান ইবনে হাজর মক্কী
৩৬। আর্ রিয়াদা আন্ নাদরা ফি মানাকিবিন আশারা
৩৭। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা
৩৮। তারিখে দামেস্ক আল কবির
৩৯। আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া
৪০। মসনদে আবি ইয়ালা
৪১। তারিখ কবির লি বুখারী
৪২। কানযুল উম্মাল লি মুত্তাকি হিন্দী
৪৩। আল নাহীয়া ত্বায়ানে আমীর মুয়াবিয়া
৪৪। মিরকাত শরহে মিশকাত
৪৫। তারিখ ইবনে আসাকির
৪৬। আফাইসুল ফুনুন লি মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আসলী
৪৭। উসাদুল গাবাহ ফি মা'রেফাতুস সাহাবা লি ইবনে আসীর
৪৮। ফিকহে আকবর
৪৯। শরহে ফিকহে আকবর লি মুল্লা আলী কারী
৫০। গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন লি গাউসে জিলান
৫১। কাশফুল মাহজুব
৫২। মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী
৫৩। মসনভী রুমী
৫৪। হুদুসুল ফিতন ওয়া জিহাদু আয়ানিস্ সুনান লি আল্লামা মুহাম্মদ আমেদ মিসবাহী
৫৫। শরহে বুখারী লি ইমাম বাত্তাল
৫৬। শরহে বুখারী লি ইমাম মুলহিব বিন আহমদ উনদুলুসী
৫৭। খিলাফতে আলী বিন আবী তালিব লি আবদুল হামীদ আলী
৫৮। আল মুফহিম লি কুরতুবী।

= সমাপ্ত =